॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দশমঃ স্কন্ধঃ

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

—ঃ০ঃ—

শ্রীশুক উবাচ।

একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ।
অম্বোভিরনড়দ্‌যুক্তৈঃ প্রযযুস্তেঽম্বিকাবনম্‌ ॥ ১ ॥

১। **অন্বয়** ঃ একদা (তদ্রাসানন্তরং ফাল্গুনে শিব রাত্রৌ) দেবযাত্রায়াং জাতকৌতুকাঃ তে গোপালাঃ অনড়দ্‌যুক্তৈঃ অম্বিকাবনং প্রযযুঃ (প্রকর্ষেন যযুঃ)।

১। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—একদা রাসের অব্যবহিত পরে ফাল্গুন চতুর্দশীতে শিবপূজা উপলক্ষে অতি উৎকণ্ঠিত চিত্ত হয়ে শ্রীনন্দাদি গোপগণ ষাঁড়ে টানা গাড়ীতে চড়ে অম্বিকা বনে গমন করলেন।

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ১। অথ রাসলীলা-প্রসঙ্গাত্তাদৃশীং শঙ্খচূড়বধাবসানামন্যাং লীলাং দর্শয়িতুং তয়োর্মধ্যে জাতত্বেন ক্রমপ্রাপ্তং তৎপ্রভাব দর্শনময়ত্বেন তাদৃশলীলাপ্রতিকূলজনস্তম্ভকতয়া তদুপযুক্তং চ লীলান্তরমাহ—একদেতি। তদ্রাসানন্তরং ফাল্গুনে শিবরাত্রৌ দেবস্য শ্রীশিবস্য যাত্রায়াং জাতং কৌতুকমৌৎসুক্যং যেষাং তে। তদেতচ্চ গোবর্দ্ধনমখবৎ শ্রীকৃষ্ণকৌতুকমূলত্বেনৈব চ জ্ঞেয়ম্। অনন্যাশ্রয়-মনস্ত্বাত্তেষাম্। যদ্বা, তে গোপা গোপালেন শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা আ সম্যক্ জাতকৌতুকাঃ। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য তু নিজপ্রেয়সীভিঃ সহ স্বচ্ছন্দলীলায়াং নিগঢ়োঽভিপ্রায়ো গম্যঃ। অতঃ পূর্বলীলা-সমানত্বঞ্চাস্য জ্ঞেয়ম্। অনড়দ্ভিরিতি প্রসিদ্ধার্থস্যাপি নির্দ্দেশস্তনো বহতি অনড্বানিতি নিরুক্তের্বিশেষবিবক্ষয়া সা চানায়াস গমনস্যানোনির্দ্দেশশ্চ তীর্থে দানার্থং বহুলদ্রব্য-নয়নস্য, অতএব প্রকর্ষেণ যযুঃ। অম্বিকাবনং শ্রীমথুরাপুর-বায়ব্যদিগ্বিভাগে সরস্বতী-তীরস্থং শ্রীশিবোমামূর্ত্তি-বিভূষিতং তদ্‌দৈবত্যম্। যদ্বা, গুর্জ্জরদেশে সিদ্ধপুরস্য নাতিদূরবর্ত্তিতীর্থমম্বিকাবনং তস্যৈবাতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ ॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর রাসলীলার প্রসঙ্গক্রমে হোলি নামক অন্য

তত্র স্নাত্বা সরস্বত্যাং দেবং পশুপতিং প্রভুম্।
আনর্চুরর্হণৈর্ভক্ত্যা দেবীঞ্চ নৃপতেঽম্বিকাম্॥ ২ ॥

২। **অন্বয়ঃ** নৃপতে! [তে শ্রীনন্দাদয়ঃ] তত্র (বনে) সরস্বত্যাং স্নাত্বা অর্হণৈঃ (বিবিধ উপচারৈঃ) দেবং প্রভুং পশুপতিং অম্বিকাং [চ] ভক্ত্যা আনর্চুঃ (পূজয়ামাসুঃ)।

২। **মূলানুবাদঃ** হে রাজা পরীক্ষিৎ! নন্দাদি গোপগণ সেই বনে সরস্বতী নদীতে স্নান করে পূজ্য প্রভু পশুপতি এবং অম্বিকাদেবীকে বিবিধ উপাচারে ভক্তিভরে পূজা করলেন।

একটি রসময়ী লীলা যার সমাপ্তি শঙ্খচূড় বধে, বর্ণন করে দেখানোই উদ্দেশ্য। তা হলেও রাস ও হোলির মাঝে যে আর একটি লীলা ঘটেছে, তা ক্রমপ্রাপ্ত বলে এবং কৃষ্ণপ্রভাব দর্শনময় রূপে ও তাদৃশ লীলাপ্রতিকূল জন-রোধকরূপে কৃষ্ণের মহিমা প্রকাশক বলে এখানে প্রথমেই বর্ণন করা হচ্ছে, একদা ইতি দেবযাত্রায়াং -এই-শারদীয় রাসের পরের ফাল্গুনে শিবরাত্রিতে দেবতা শ্রীশিবের উৎসব উপলক্ষে **জাতকৌতুকাঃ গোপালা** —যাঁদের আগ্রহ জাত হয়েছে, সেই নন্দাদি গোপগণ - এঁদের এই আগ্রহ গোবর্ধন যজ্ঞের মতোই শ্রীকৃষ্ণাগ্রহমূলা বলেই বুঝতে হবে। কারণ এই গোপগণ কৃষ্ণেতে একান্তভাবে আশ্রিত।

অথবা, [গোপালাজাত=গোপালেন+আ+জাত] 'গোপালেন' শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই 'আ' সম্যক্‌রূপে জাতকৌতুক হল **তে**—গোপগণ। এখানে কিন্তু নিজ প্রেয়সীদের সহিত পথে প্রান্তরে সচ্ছন্দ লীলাতে কৃষ্ণের নিগূঢ় অভিপ্রায়, বুঝতে হবে। সুতরাং পূর্বের রাসলীলার সমানই জানতে হবে এই লীলাকে। **অনোভিঃ**—শকটসমূহে। **অনডুদ্**—অনড্বান—[অনুডুহ (অনস্=শকট)+বহ্=বহন করা +ক্বিপ=যে শকট বহন করে] বৃষ—নিরুক্তি এইরূপ হওয়া হেতু 'অনডুদ্' পদটি ব্যবহারেই এর প্রসিদ্ধ অর্থ বৃষচালিত শকট পাওয়া যায়, পৃথক করে পুনরায় 'অনস্'=শকট পদটি ব্যবহারের প্রয়োজন করে না। তবুও ব্যবহার যে করা হল, তা বিশেষ কিছু বলবার ইচ্ছায়। এই বিশেষ হল, গমনের অনায়াসতা এব' তীর্থে দানার্থ বহুবহু দ্রব্য বহন করে নিয়ে যাওয়া। অতএব বুঝা যাচ্ছে, নন্দাদি গোপগণ সচ্ছন্দেই গমন করলেন। **অম্বিকা বনং**—শ্রীমথুরাপুরের উত্তর - পশ্চিম কোণ প্রদেশে সরস্বতী নদীর তটস্থ শ্রীশিব-উমা বিভূষিত অম্বিকা বন তীর্থ। অথবা, গুজরাট দেশে সিদ্ধপুরে নাতিদূরবর্তী তীর্থ অম্বিকা বন, এরই অতি প্রসিদ্ধি থাকা হেতু। জীঃ ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ চতুস্ত্রিংশে নন্দ-পাদ-গ্রাসি-সর্পং স্পৃশন্ হরিঃ।
উদ্দধার মণিং শঙ্খচূড়াঞ্জগ্রাহ তদ্বধাৎ॥

শারদীং রাসলীলাং বর্ণয়িত্বা বাসন্তীং হোলিকাগান-লীলাং বর্ণয়িষ্যন্ প্রথমং শিবরাত্রিযাত্রামাহ,—একদা ফাল্গুন কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং অম্বিকাবনং মথুরা-বায়ব্যদিগ্বিভাগে সরস্বতীতীরস্থং শ্রীশিবোমামূর্তিভূষিতমিত্যেকে। গুর্জরদেশস্থ সিদ্ধপুরনিকটস্থতীর্থমিত্যন্যে প্রাহুঃ॥ ১॥

গাবো হিরণ্যং বাসাংসি মধু মধ্বন্নমাদৃতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ সর্বে দেবো নঃ প্রীয়তামিতি ॥ ৩ ॥

৩। **অন্বয়ঃ** দেবঃ নঃ (অস্মাকং) প্রীয়তাং (প্রীতো ভবতু) ইতি (অভিপ্রায়েণ) আদৃতাঃ (তদ্দেবালয়সেবকৈঃ সম্মানিতাঃ) সর্বে (গোপাঃ) ব্রাহ্মণেভ্যঃ গাবঃ হিরণ্যং বাসাংসি মধু মধ্বন্নং দদুঃ।

৩ **মূলানুবাদঃ** 'হে দেব আমাদের প্রতি প্রীত হোন' এই কামনা করে শ্রীনন্দাদি সকলে ব্রাহ্মণদিগকে গাভী, সোনা, বস্ত্র, মধু ও মধুমাখা অন্ন প্রদান করলেন, তাঁদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে।

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ :** এই ৩৪ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে—শ্রীহরির নন্দচরণগ্রাসকারী সর্পকে উদ্ধার। শঙ্খচূড় নামক কুবেরপুত্রকে বধ করে তাঁর শিরোমণি গ্রহণ।

শারদীয় রাসলীলা বর্ণন করার পর বসন্তকালে হোলিগানলীলা বর্ণন করতে গিয়ে প্রথমে শিবরাত্রি উৎসব বলা হচ্ছে—একদা ফাল্গুন চতুর্দশীতে মথুরার উত্তর পশ্চিম দিক্ প্রদেশে সরস্বতী-তীরস্থ শ্রীশিব-উমামূর্তি-ভূষিত অম্বিকা বনে গমন করলেন—এরূপ কেউ কেউ বলেন—আবার কেউ কেউ বলেন, গুজরাট দেশস্থ সিদ্ধপুরের নিকটস্থ তীর্থ॥ বি° ১॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :** দেবং পূজ্যং শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবৈকপ্রিয়ত্বাৎ প্রভুং শ্রীভগবদ্ভক্ত্যাদি--প্রদানসমর্থম্। বিভুমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ, অতএবার্হণৈর্বিবিধোপচারৈঃ। চকারেণাম্বিকায়া অপি তাদৃশত্বং সমুচ্চীয়তে। হে নৃপতে ইতি রাসলীলাবিষ্টং তমবধাপয়তি।

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** দেবং পূজ্য, শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের একান্ত প্রিয় হওয়া হেতু পূজ্য। প্রভুং—শ্রীভগবৎভক্তি প্রভৃতি প্রদান সমর্থ, তাই বলা হল প্রভু। পাঠ কোথাও 'বিভুং' দেখা যায়। অতএব **অর্হণৈঃ**—বিবিধ উপাচারে **আনর্চুঃ** পূজা করলেন। 'চ' কারে অম্বিকারও যে শিবের মতই বিবিধগুণ আছে, তা বুঝানো হল॥ জী ২॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তেষাং সকৌতুকত্বেঽপি ধর্ম্মার্থ নিষ্ঠত্বমাহ - গাব ইতি দ্বাভ্যাম্। আদৃতাস্তদ্দেবালয়সেবকৈঃ সম্মানিতাঃ, আদরযুক্তা বা। সর্বে শ্রীনন্দাদয়ঃ প্রত্যেকমেবেত্যর্থঃ। দেবঃ শ্রীশিবঃ শ্রীবিষ্ণুর্বা। বৈষ্ণব-বিষ্ণুপ্রীতিরেব বৈষ্ণবানাং প্রয়োজনমিতি ; তচ্চ বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চেতি জ্ঞেয়ম্॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** নন্দাদি গোপ-গোপীগণ মজা দেখতে এলেও তাঁদের যে ধর্মের জন্য নিষ্ঠা, তা দেখান হল—'গাব ইতি' দুটি শ্লোকে। **আদৃতাঃ সর্বেঃ**—নন্দাদি প্রত্যেকেই সম্মানিত বা আদৃত হলেন পূজারীদের দ্বারা। **দেবঃ**—বৈষ্ণবপ্রধান শ্রীশিব বা শ্রীবিষ্ণু। বৈষ্ণব ও বিষ্ণু প্রীতিই বৈষ্ণবদের প্রয়োজন। 'হে দেব, আমাদের প্রতি প্রীত হউন' এই বলে ব্রাহ্মণদের গো-স্বর্ণাদি দান করলেন বিষ্ণু আরাধনের জন্য। —এই যে দান করা হল, তাও নিজপুত্রের মঙ্গলের জন্যই।

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** গাবো গাঃ মধু শিবাভিষেকাবশিষ্টং মধ্বন্নং মধুসহিতান্নম্॥ ৩॥

উষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য যতব্রতাঃ।
রজনীং তাং মহাভাগা নন্দ সুনন্দকাদয়ঃ ॥ ৪ ॥

কশ্চিন্মহানহিস্তস্মিন্ বিপিনেঽতিবুভুক্ষিতঃ।
যদৃচ্ছয়াগতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ ॥ ৫ ॥

৪। **অন্বয়** ঃ [ততস্তে] মহাভাগাঃ নন্দসুনন্দকাদয়ঃ [গোপাঃ] জলং (জলমাত্রং) প্রাশ্য (পীত্বা) যতব্রতাঃ তাং রজনীং [তত্রৈব] সরস্বতী তীরে উষুঃ (বাসং কৃতবন্তঃ)।

৫। **অন্বয়** ঃ তত্র বিপিনে অতি বুভুক্ষিতঃ কশ্চিৎ মহান্ (মহাবিপুল কায়ঃ) অহিঃ (সর্পঃ) উরগঃ (উরসা গচ্ছন্) যদৃচ্ছয়া (কেনাপি ভাগ্যোদয়েন) আগতঃ [সন্] শয়ানং নন্দং অগ্রসীৎ।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ অনন্তর মহাভাগ্যবান্ নন্দ-সুনন্দ প্রভৃতি গোপগণ জলমাত্র পান করত সংযমের সহিত ব্রতধারণ করে সেই শিবরাত্রির রজনীতে স্বরস্বতী নদীর তীরেই অবস্থান করলেন।

৫। **মূলানুবাদ** ঃ এই অবসরে অতি ক্ষুধাতুর কোনও এক বিশাল অজগর কোনও ভাগ্য-বশে সকলের অলক্ষিতে সেই অম্বিকা বনে উপস্থিত হয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন নন্দকে চরণ থেকে গ্রাস করতে আরম্ভ করল।

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ গাবো—গো সকলকে। **মধু মধ্বন্নম** শিবের অভিষেক অবশিষ্ট মধুর মধুর মধুমাখা অন্ন ॥ বি° ৩ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ প্রাশ্য প্রাশনমাত্রং কৃত্বা, তত্র হেতুঃ—যতং সংযমেন গৃহীতং ব্রতং যৈঃ, রজনীং শিবরাত্রিং, তস্যাস্তৎ-প্রধানত্বাৎ। সুনন্দঃ শ্রীনন্দানুজঃ, সংজ্ঞায়াং কন্, অতস্তদগ্রজ-স্যোপনন্দস্য গোষ্ঠ এব স্থিতির্বুধ্যতে। যোগ্যতা চ তস্যৈব জ্ঞানবয়োঽধিকত্বাৎ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **প্রাশ্য**—জল মাত্র পান করত। এর কারণ, **যতব্রতাঃ**—এরা সংযম পূর্বক ব্রতগ্রহণ করেছেন—**রজনীং**—শিবরাত্রি, 'রজনী' পদে এরূপ অর্থ করার কারণ এই শিবরাত্রিরই রাত্রি সকলের মধ্যে প্রাধান্য। **সুনন্দক**—নন্দের ছোট ভাই **সুনন্দ**—সুনন্দকে প্রধানরূপে বলায় বুঝা যাচ্ছে, নন্দের অগ্রজ উপনন্দ গোষ্ঠেই রয়ে গিয়েছেন, কারণ জ্ঞান ও বয়সে অধিক হওয়ায় ব্রজরক্ষায় তাঁরই যোগ্যতা ॥ জী ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সুনন্দো নন্দানুজঃ সংজ্ঞায়াং কন্ ॥ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **সুনন্দক**—সুনন্দ, নন্দের ছোট ভাই ॥ বি° ৪ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অথ তত্র তদনন্তরং রজনীবৃত্তমাহ—কশ্চিদিতি, কশ্চিদ্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। যদৃচ্ছয়া কেনাপি ভাগ্যোদয়েন। শয়ানমুরগ ইতি পদদ্বয়মজ্ঞানে হেতুঃ। তত্র শয়ানমিতি পূর্বস্যাং রাত্রৌ জাগরণোপবাসাদিনা শ্রান্তের্নির্ভরনিদ্রাণমিত্যর্থঃ। উরগাগমনঞ্চ যাত্রিকলোকাপগমেন নির্জ্জন প্রায়ত্বাৎ। অগ্রসীৎ চরণয়োগ্রসিতুং প্রবৃত্তঃ ॥ জী° ৫ ॥

স চুক্রোশাহিনা গ্রস্তঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ম্ ।
সর্পো মাং গ্রসতে তাত প্রপন্নং পরিমোচয় ॥ ৬ ॥

৬। **অন্বয়** ঃ অহিনা (সর্পেন) গ্রস্ত সঃ [শ্রীনন্দঃ] তাত ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! অয়ং মহান্ অহিঃ মাং গ্রসতে [অতঃ] প্রপন্নং [মাং] পরিমোচয় [ইত্যুক্ত্বা] চুক্রোশ।

৬। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীনন্দ সর্প কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে 'বৎস কৃষ্ণ কৃষ্ণ ! বিশাল এক অজাগর আমাকে গ্রাস করছে, অতএব এই শরণাগত জনকে মুক্ত কর, পরকে উদ্বেগ না দিয়ে।' এই বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর রাত্রির ঘটনাবলী বলা হচ্ছে— কশ্চিৎ ইতি। **কশ্চিৎ**—কোনও অসামান্য ঘটনা। **যদৃচ্ছয়া**—কোনও ভাগ্যোদয়ে এক সর্প এসে চরণ থেকে গ্রাস করতে আরম্ভ করল নন্দকে, তাঁর অজ্ঞাতসারে। অজ্ঞাতসারে যে, তা বুঝাবার জন্যই 'শয়ানম্ ও উরগং' এই দুটি পদের প্রয়োগ। 'উরগ' অর্থাৎ বুকে হেটে চলায় সর্পটি নিঃশব্দে আগত, আর নন্দ 'শয়ানম্' গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাই বুঝতে পারেন নি। নিদ্রায় আচ্ছন্ন কেন ? পূর্ব রাত্রিতে জাগরণ-উপবাসাদিতে ক্লান্তি হেতু নিদ্রায় আচ্ছন্ন। আর সর্পের আগমন হল, যাত্রিক লোক চলে যাওয়াতে বনপ্রদেশ নির্জন প্রায় হওয়াতে। **অগ্রসীৎ**—চরণযুগল গ্রাস করতে প্রবৃত্ত হল। ॥ জী° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মহানজগরঃ। উরসা গচ্ছতীত্যুরগ ইত্যলক্ষিতত্বজ্ঞাপনার্থং বিশেষণম্ ॥ ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **মহান্**—অজগর (সাপ)। **উরসা**—বুক দিয়ে চলে, এটি সাপের বিশেষণ, অলক্ষিতে 'আসা' বুঝাবার জন্য এই শব্দের প্রয়োগ। ॥ বি° ৫ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ গ্রস্তঃ পাদয়োরেব, বীপ্সা ত্রাসাৎ, তাতেতি স্নেহ ভরাৎ, অতো মে মরণাত্রাসো নাস্তি, কিন্তু ত্বদ্বিয়োগাদেবেতি ভাবঃ। ত্রাসাদেবাহ—প্রপন্নং শরণাগতং বৃদ্ধত্বেন পুত্রস্য তব পালনীয়বৃন্দগতং বা ; পরি সর্বতোভাবেন তব মম কস্যচিদন্যস্য চ ক্লেশং বিনৈব মোচয়। মহানিত্যাত্মনা দুষ্প্রতিকার্যত্বং, তস্য শীঘ্রাগমনপ্রার্থনঞ্চ নিবেদ্যতে, ইদঞ্চ কালিয়দমনাদি-দৃষ্টেতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **গ্রস্ত**—আক্রান্ত, দুই চরণই আক্রান্ত। **কৃষ্ণ কৃষ্ণ**—ত্রাসে দুইবার ডাকলেন। **তাত**—হে বাপধন, স্নেহভর হেতু এই আহ্বান—অতএব এখানে ভাব, আমার মরণ ভয় নেই, কিন্তু মরণ হলে তোমার বিরহ হবে, এই ভয়। এই ভয়েতেই বললেন, **প্রপন্নং** আমি তোমার শরণাগত বা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া হেতু তোমার পিতা তোমার পালনীয়বর্গের মধ্যে গণিত ; সুতরাং **পরিমোচয়** - 'পরি' সর্বতোভাবে অর্থাৎ অন্য কাউকে এমন কি এ সর্পটিকেও কোনও ক্লেশ না দিয়ে মুক্ত কর। **মহান**—বিশাল, এই পদ প্রয়োগে কৃষ্ণের নিকট নিবেদিত হল, নিজের চেষ্টায় মুক্ত হওয়া দুষ্কর, ও ঝটিতি তাঁর আগমন প্রার্থনা। আরও এইরূপ নিবেদনের পিছনে রয়েছে কৃষ্ণের কালিয়দমনাদি দৃষ্টান্ত, এরূপ বুঝতে হবে ॥ জী° ৬ ॥

তস্য চাক্রন্দিতং শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসোত্থিতাঃ।
গ্রস্তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিভ্রান্তাঃ সর্পং বিব্যধুরুল্মুকৈঃ ॥ ৭ ॥

অলাতৈর্দহ্যমানোঽপি নামুঞ্চৎ তমুরঙ্গমঃ।
তমস্পৃশৎ পদাভেত্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৮ ॥

৭। **অন্বয়** ঃ তস্য (শ্রীনন্দস্য) আক্রন্দিতং (করুণদীর্ঘস্বরং) চ শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসা উত্থিতাঃ [সন্তঃ, নন্দং] গ্রস্তং চ (সর্পেন গ্রস্যমানং) দৃষ্ট্বা সম্ভ্রান্তা (সম্ভ্রমাকুলাঃ সন্তঃ) উল্মুকৈঃ (জ্বলৎকাষ্ঠৈঃ তং) সর্পং বিব্যধুঃ (তাড়য়ামাসুঃ)।

৭। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীনন্দের করুণ দীর্ঘ রোদনধ্বনি শুনে সহসা উত্থিত গোপগণ তাঁকে সর্পগ্রস্ত দেখে সম্ভ্রমাকুল হয়ে সর্পকে লেজের দিকে ধরে জ্বলন্ত কাঠের দ্বারা পেটাতে লাগলেন।

৮। **অন্বয়** ঃ অলাতৈঃ (জ্বলৎকাষ্ঠৈঃ) হন্যমানঃ (তাড়ৎমানঃ) অপি উরঙ্গমঃ (সর্পঃ) তং নন্দং) ন অমুঞ্চৎ [ততঃ] সাত্বতাং পতিঃ ভগবান্ অভ্যেত্য (অভিমুখ্যেন আগত্য) তং পদা অস্পৃশৎ।

৮। **মূলানুবাদ** ঃ সেই জ্বলন্ত কাঠের বাড়িতেও ঐ সর্পটি শ্রীনন্দকে ছেড়ে দিল না। অতঃপর নিখিল ভক্তপালক, স্বভাবতঃই সর্বশক্তির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ পিতৃস্নেহময় লীলাবেশে কাছে গিয়ে সেই দীর্ঘলেজা সর্পকে বামচরণে স্পর্শ করলেন।

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ চুক্রোশেতি "অনেন সর্বদুর্গাণী"তি গর্গোক্তিমনুস্মৃত্যেতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ সর্পগ্রস্ত নন্দ **চুক্রোশ**—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে চিৎকার করতে লাগলেন—"এই পুত্র তোমাদের সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করবে" গর্গমুনির এই উক্তি স্মরণ করে।

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ আক্রন্দিতং করুণদীর্ঘস্বরং, চকারাভ্যাং শ্রবণ-দর্শনয়োঃ প্রাধান্যেন দ্বয়োরপ্যেককালীনত্বং, তেন চ তেষাং সাবধানত্বঞ্চ বোধিতম্। অজগরস্য গ্রস্তাপরিত্যাগস্বভাবাশঙ্কয়া পরমদুঃসহৈর্বিশেষতস্তির্য্যগ্‌জাতিভীষণৈরুল্মুকৈরেব বিব্যধুঃ। হস্তাভ্যাং ধ্রিয়মাণৈস্তৈস্তদবরাঙ্গে তাড়য়ামাসুঃ। সংভ্রান্তাস্তরান্বিতাঃ, পাঠান্তরে বিভ্রান্তা উদ্বিগ্নাঃ ॥

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **আক্রন্দিতং**—করুণ দীর্ঘস্বর! শ্রবণ-দর্শন দুটি পদের সঙ্গেই 'চ' কার থাকায়, দুটি পদেরই প্রাধান্য হেতু শ্রবণ-দর্শন যে একই সময়ে হয়েছিল, তা বুঝা যাচ্ছে। এতে আরও বুঝা যাচ্ছে এই বনের ভিতরে রাত্রিবেলায় গোপগণ সাবধানেই ছিলেন। একতো অজগর স্বভাবতঃই গ্রাস পরিত্যাগ করতে জানে না, তাতে আবার জীবজন্তুর মধ্যে এ এক ভীষণ জীব, তাই গোপেরা জ্বলন্ত কাঠের দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন ঐ সর্পকে—হাতের দ্বারা লেজের দিকে ধরে। **সংভ্রান্তা**—চটপট। পাঠান্তরে **'বিভ্রান্তা'**—উদ্বিগ্ন হয়ে ॥ জী° ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ উল্মুকৈর্জ্বলৎকাষ্ঠৈঃ ॥ ৭ ॥

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চিতম্ ॥ ৯ ॥

৯। অন্বয়ঃ সঃ বৈ (সর্প চ) ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ সর্পবপু হিত্বা বিদ্যাধরৈঃ অর্চিতং রূপং ভেজে (প্রাপ)।

৯। মূলানুবাদঃ অনন্তর সেই প্রসিদ্ধ অজগর শ্রীকৃষ্ণের সর্বমাধুর্য সম্পত্তিযুক্ত শ্রীচরণ স্পর্শে মহদপরাধাদি অশেষ পাপ মুক্তিতে সর্পদেহ ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাধরগণের দ্বারা অর্চিত সুদুর্লভ রূপ লাভ করল।

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ উল্মুকৈঃ—জ্বলন্ত কাষ্ঠের দ্বারা।

৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ সঙ্কোচাদ্বৃদ্ধানাং সঙ্গপরিত্যাগেন নিজবয়স্যবর্গসঙ্গে দূরে বাসাৎ, তদনন্তরমেবাভ্যেত্য পিতৃস্নেহময়-লীলাবেশেন সংভ্রমাদাভিমুখ্যেনাগত্য তং দীর্ঘপুচ্ছং পদা স্পৃশদেব, ন তু জঘান; স্পৃষ্টস্য তাতস্য স্বয়ং পাদেন স্পর্শস্যাপ্যনৌচিত্যেন বুদ্ধিপূর্বকত্বাভাবাৎ। প্রকারান্তরতোঽপি তচ্ছাপবিমোচন-সামর্থ্যাৎ 'ব্রহ্মদণ্ডাদ্বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুতদর্শনাৎ' (শ্রীভা ১০ ৩৪।১৭) ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ, অবুদ্ধিপূর্বকত্বেঽপি তত্তৎসম্বোধনাসিদ্ধৌ হেতুঃ— ভগবান্ স্বভাবত এব সর্বশক্ত্যাশ্রয়ঃ। অথ সাত্বতাং পতিঃ সর্বভক্তপালকশ্চেতি, তদেবং পূতনায়াঃ সদ্বেশগ্রহণবৎ যথাকথঞ্চিদ্ভক্ত্যা তদস্পর্শোঽপি তৎপাদস্পর্শফল-পর্য্যবসান ইতি বোধিতম্ ॥

৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ সঙ্কোচবশে বৃদ্ধদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নিজবয়স্যগণের সহিত দূরে রাত্রিবাস করা হেতু কৃষ্ণ প্রথমেই আসতে পারেন নি, গোপেদের কোলাহল শুনবার পরেই পিতৃস্নেহময়-লীলাবেশে সংভ্রমের সহিত সম্মুখে এসে সেই সাপকে পায়দ্বারা স্পর্শই করলেন। বধ করলেন না। —পিতাকে ছুঁয়ে থাকা সাপকে নিজের পায়ে স্পর্শও অনুচিত হওয়া হেতু, এই যে স্পর্শ করা হল, এও অবুদ্ধিপূর্বকই। — ইচ্ছামাত্র বা দৃষ্টিমাত্রই এই সাপের শাপ মোচন করত ভক্তিদান করতে সামর্থ্য থাকা স্বত্বেও এই যে অনুচিত স্পর্শ, এতে বুঝা যাচ্ছে, এ অবুদ্ধিপূর্বকই হয়েছে। শাপমুক্ত এই সাপের মুখেই পরবর্ত্তী ১৭ শ্লোকে এ কথা ব্যক্তও হয়েছে, যথা—'ব্রহ্মদণ্ডাৎ' ইত্যাদি অর্থাৎ হে অচ্যুত! তোমার দর্শন মাত্রই আমি ব্রহ্মদণ্ড থেকে মুক্ত হলাম। শ্রীনন্দমহারাজের সেই সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ইত্যাদি সম্বোধন কার্যকারী হয়েছে, যেহেতু তাঁর পুত্র কৃষ্ণ ভগবান্—স্বভাবতঃই সর্ব-শক্তির আশ্রয়, সাত্বতাং পতি—সর্বভক্তপালক, সুতরাং পূতনা যেমন মারতে এসেও কৃষ্ণের কৃপায় গোলোকে গেলেন শুধুমাত্র মাতৃবেশের অনুকরণ হেতু, সেইরূপ সর্পের চিত্তে যথাকথঞ্চিৎ ভক্তি থাকা হেতু এই স্পর্শও কৃষ্ণচরণ স্পর্শ-ফলে পর্যবসান হল, এরূপ বুঝা যাচ্ছে ॥ জী° ৮ ॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অলাতৈস্তৈরেব ॥ ৮ ॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অলাতৈঃ—জ্বলন্ত কাষ্ঠের দ্বারা।

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** বৈ প্রসিদ্ধমেবৈতদিত্যর্থঃ। ভগবতোঽশেষনিজপ্রভাবান্ প্রকটয়তঃ শ্রীমতঃ সর্বমাধুর্য্যসম্পত্তিযুক্তস্য পাদস্য স্পর্শেন তৎ-স্বভাবেন হতান্যশুভানি মহদপরাধ-লক্ষণান্তানি বহুজন্মসঞ্চিতান্যশেষপাপানি যস্য সঃ। অত্র শ্রীমদিতি কৈমুত্যব্যঞ্জকম্, অতএব গৌরবেণ শ্রীমৎপাদস্পর্শেত্যেব পুনরুক্তম্; ন তু তৎস্পর্শ ইতি মাত্রম্, অতএবেদমপি ন চিত্রমিত্যাহ ভেজে ইতি। বিদ্যাধরেষু তৈর্বাচ্চিতং সুদুর্ল্লভমিত্যর্থঃ। ইতি পূর্বতোঽপি রূপবিশেষপ্রাপ্তিঃ সূচিতা। অন্যত্তৈঃ। অথবা শ্লোকদ্বয়মেবং যুজ্যতে—আলাতৈর্হন্যমানোঽপি য উরঙ্গমস্তং শ্রীনন্দং নামুঞ্চন্তমভ্যেত্য পদাস্পৃশদিতি তেন স্পর্শমাত্রেণাসাবুরঙ্গমস্তমমুঞ্চদিত্যবগম্যতে। প্রবিশ পিণ্ডীমিত্যত্রৈবাকাঙ্খালব্ধত্বাৎ। 'ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ' ইতি পদদ্বয় স্যসামর্থ্যাৎ। অন্যথা তং তথা পরিত্যজ্য বিদ্যাধরতাং প্রাপ্তে তস্মিন্ শ্রীভগবতঃ পৃচ্ছায়ামযোগ্যত্বাচ্চ। অন্যথা সোঽজগরঃ কীদৃগ্রাসীৎ? তত্রাহ—স বৈ ইতি। সর্পবপুঃ সর্পাকারং রূপমপ্যাকারমেব, তত্র হেতুঃ—শ্রীমদিতি। অশুভমেব তস্য হতং, ন তু বপুরিতি তেনৈব বপুষা বিদ্যাধরাকারং ভেজে ইত্যর্থঃ। অত্র চাচিন্ত্যশক্তিরেব হেতুরিত্যাহ — ভগবতঃ; শ্রীমদিতি—বায়কসৈরিন্ধ্র্যাদিষু তথা দর্শনাদিতি ভাবঃ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** স বৈ সেই 'বৈ' প্রসিদ্ধ অজগর। ভগবতঃ—অশেষ নিজ প্রভাবসমূহ প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমৎ—সর্বমাধুর্য-সম্পত্তিযুক্ত শ্রীচরণের স্পর্শের স্বভাবেই হতাশুভ স – মহদপরাধ অবধি বহুজন্ম সঞ্চিত অশেষ পাপ ক্ষয় হয়ে গেল যাঁর সেই সাপ। পূর্ব শ্লোকে 'পাদস্পর্শ' বলাতেই অশেষ পাপ ক্ষয় বুঝা গিয়েছে, তবে যে এখানে অধিকন্তু শ্রীমৎ শব্দটি প্রয়োগ হল, ইহা কৈমুতিক ব্যঞ্জক অর্থাৎ ছোটকে বলে বড়কে বুঝানো—অতএব শ্রেষ্ঠতায় পুনরায় বলা হল শ্রীমৎপাদস্পর্শ, শুধুমাত্র পাদস্পর্শ বলা হল না এই শ্লোকে। অতএব এও মোটেই আশ্চর্য নয় যে, রূপং ভেজেইতি—সর্পদেহ পরিত্যাগ করত বিদ্যাধরগণের মধ্যে পূজ্য, বা বিদ্যাধরগণের দ্বারা অর্চিত অর্থাৎ সুদুর্লভ-রূপ প্রাপ্ত হল, এইরূপে শাপপ্রাপ্তির পূর্বের রূপ থেকেও সুন্দর রূপ বিশেষ প্রাপ্তি সূচিত হল। [শ্রীসনাতনগোস্বামীচরণ — অশুভং—কোনও প্রকারেই যার প্রতিবিধান হয় না, সেরূপ মহদপরাধ লক্ষণ অশুভ হত — ক্ষয় হয়ে গেল। অতএব পুনরুক্তরূপে মহিমাদ্যোতক 'শ্রীমৎ-পাদস্পর্শের' সাক্ষাৎ নির্দেশ, এর মধ্যেও আবার 'শ্রীমৎ' শব্দটি রূপবিশেষ সম্পাদনের কারণ রূপে প্রয়োগ।]

অথবা, ৮/৯ শ্লোক একসঙ্গে করে ব্যাখ্যা—জ্বলন্ত কাষ্ঠের দ্বারা আঘাত করা সত্বেও সেই সাপ শ্রীনন্দকে ছেড়ে দিল না—কৃষ্ণ সম্মুখে এসে শ্রীচরণস্পর্শ দেওয়া মাত্রই নন্দকে ছেড়ে দিল ঐ সাপ। এরূপ বুঝার কারণ, গিলে ফেলবো এরূপ আকাঙ্খা ওর মনে ছিল, এরূপ পাওয়া যায় না। এবং 'ভগবান' ও 'সাত্বতাংপতি' পদদ্বয়ের অচিন্ত্যশক্তির বিদ্যমানতা। যদি নন্দকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাধররূপ না-পেত তা হলে ঐ সর্পদেহে অবস্থিত জীবটি শ্রীভগবানের জিজ্ঞাসার যোগ্য হতো না, যা পর শ্লোকে দেখা যায়। তাহলে ঐ সাপ তখন কিরূপ দশা প্রাপ্ত হল? এরই উত্তরে স বৈ ইতি—

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ প্রণতং সমবস্থিতম্।
দীপ্যমানেন বপুষা পুরুষং হেমমালিনম্॥ ১০॥

১০। অন্বয়ঃ হৃষীকেশঃ প্রণতং দীপ্যমানেন বপুষা সমবস্থিতং (বদ্ধাঞ্জলিত্বাদিনা অবস্থিতং) হেমমালিনং তং পুরুষং অপৃচ্ছৎ।

১০। মূলানুবাদঃ [চরণরজ অযোগ্য পাত্রে দেওয়া হয়েছে, এই আশঙ্কা নিবারণ করার জন্য, আর তার ভগবৎকৃত উপকার জ্ঞান রয়েছে, ইহা জানাবার জন্য শ্রীভগবান বিদ্যাধরকে জিজ্ঞাসা করছেন] সর্বেন্দ্রিয় প্রবর্তক হওয়া হেতু সর্বজ্ঞ হয়েও শ্রীকৃষ্ণ কৃতপ্রণাম করজোরে অবস্থিত সেই হেমমালিকা শোভিত দীপ্ত বপু পুরুষকে জিজ্ঞাসা করলেন।

সেই প্রসিদ্ধ অজগর তখন তার সর্পবপুঃ হিত্বা—সর্পাকার ছেড়ে দিয়ে। রূপং ভেজে—বিদ্যাধর আকার প্রাপ্ত হল। এ বিষয়ে হেতু—শ্রীমৎপাদস্পর্শ। হতাশুভঃ—তাঁর অশুভই ক্ষয় হয়ে গেল, বপু নয়। এই সর্পশরীরই বিদ্যাধর আকার প্রাপ্ত হল। এখানে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিই হেতু, তাই বলা হল, ভগবতঃ ভগবানের শ্রীমৎপাদস্পর্শ। অতি সুন্দর দেহ প্রাপ্তি কৃষ্ণেচ্ছায় কুব্জাদিতে পূর্বে দেখা গিয়েছে। ॥ জী° ৯॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বিদ্যাধরৈরর্চিতমিতি তস্য বিদ্যাধরশ্রেষ্ঠত্বাৎ॥ ৯॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিদ্যাধরদের দ্বারা অর্চিত, কারণ বিদ্যাধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করল।

১০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ হৃষীকেশঃ সর্বেন্দ্রিয়-প্রবর্তকত্বেন সর্বজ্ঞোঽপীত্যর্থঃ। প্রণতং কৃতপ্রণামং সম্যগ্‌বদ্ধাঞ্জলিত্বাদিনা অবস্থিতং দীপ্যমানেন বপুষোপলক্ষিতং পুরুষং পুরুষাকারং হেমস্রগ্‌-যুক্তম্, যদ্বা, হেম্নো মালা পঙ্‌ক্তিঃ, তদ্বন্তং সৌবর্ণকিরীটকুণ্ডলাদি-দিব্যভূষণ বিভূষিতমিত্যর্থঃ॥

১০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ হৃষিকেশ—সর্বেন্দ্রিয় প্রবর্তক হওয়া হেতু কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হয়েও (জিজ্ঞাসা করলেন)। প্রণতং সমবস্থিতং—কৃতপ্রণাম হয়ে সম্যক্ বদ্ধাঞ্জলি হয়ে অবস্থিত। উজ্জ্বল শরীর বিশিষ্ট হেমমালিনম্—হেমমালিকা শোভিত পুরুষং—পুরুষাকারকে জিজ্ঞাসা করলেন। অথবা হেমমালিনম্—হেমমালা শ্রেণী অর্থাৎ স্বর্ণকিরীট কুণ্ডলাদি দিব্যভূষণে বিভূষিত ॥ জী° ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তমপৃচ্ছদিতি বহুগ্রামনগরেভ্য আগতান্ যাত্রিকানপি লোকান্ ব্রাহ্মণানাদরতো ভীষয়িতুমিতি ভাবঃ। অতএব হৃষীকেশস্তত্রত্য জনান্ সর্বানেব সুদর্শনোক্তাবেকাগ্রী কারয়ন্॥ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তমপৃচ্ছৎ—বহুগ্রাম-নগর থেকে আগত যাত্রীদের ব্রাহ্মণ-অনাদরের ভয় দেখানোর জন্য বিদ্যাধর মূর্তি সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণ, সেখানকার সকল জনকেই সুদর্শনের উক্তিবিষয়ে একাগ্রচিত্ত করার জন্য, অতএব 'হৃষিকেশ' অর্থাৎ 'সর্বেন্দ্রিয় প্রবর্তক' পদের প্রয়োগ।

কো ভবান্ পরয়া লক্ষ্ম্যা রোচতেঽদ্ভুতদর্শনঃ।
কথং জুগুপ্সিতামেতাংগতিং বা প্রাপিতোঽবশঃ ॥ ১১ ॥

সর্প উবাচ

অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ।
শ্রিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরন্ দিশঃ ॥ ১২ ॥

১১। **অন্বয়ঃ** [অধুনা যঃ] শুভদর্শনঃ পরয়া লক্ষ্ম্যা (কান্ত্যা) রোচতে (প্রকাশতে সঃ) ভবান্ কঃ ? কথং অবশঃ এতাং জগুপ্সিতাং (নিন্দিতাং) গতিং [কেন] বা প্রাপিতঃ [ভবসি]।

১২। **অন্বয়ঃ** সর্প উবাচ—অহং সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ কশ্চিৎ বিদ্যাধরঃ স্বরূপ সম্পত্ত্যা (স্বস্য রূপেণ সম্পত্তিঃ সম্পন্নতা যস্যাঃ তয়া) শ্রিয়া (শোভয়া বিশিষ্ট সন্) বিমানেন দিশঃ আচরং (ইতস্ততঃ ক্রীড়য়া ভ্রমন্নাসম্।

১১। **মূলানুবাদঃ** এই সম্মুখে পরম শোভায় দীপ্ত তুমি কে ? কি কারণেই বা ইচ্ছারহিত হয়েও এই নিন্দিত সর্পগতি প্রাপ্ত হয়েছ ?

১২। **মূলানুবাদঃ** পাদস্পর্শ প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে সেই অজগরের প্রেমভক্তি জাত হয়েছিল, সেই কথা সাপের মুখেই প্রকাশ করার জন্য অতঃপর বলা হচ্ছে—

বিদ্যাধর শরীরধারী অজগর বলল—আমি সুদর্শন নামে পরিচিত কোনও বিদ্যাধর। দেহ সৌন্দর্যে শোভোচ্ছল হয়ে বিমানে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** শুভং সুন্দরং দর্শনং রূপং যস্য স ভবান্, অদ্ভুতদর্শন ইতি বা পাঠঃ। কথং কস্মাদ্ধেতোর্বা এতামাজগরীং গতিং প্রাপিতঃ ? কেনেতি শেষঃ। অবশঃ ইচ্ছারহিতঃ, বশ কান্তৌ বলাদিত্যর্থঃ, অন্যথা এতাদৃশস্যৈতাদৃশগত্যসম্ভবাদিতি ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** শুভদর্শনঃ—রূপে সুন্দর [**পরয়া লক্ষ্ম্যা রোচতে**—এই সম্মুখে পরম শোভায় দীপ্তি পাচ্ছ—শ্রী বলদেব]। পাঠ অদ্ভুত দর্শনও আছে। **কথং**—কি কারণেই বা কার শাপে এই অজাগরী গতি প্রাপ্ত হলে। **অবশঃ**—ইচ্ছারহিত হয়েও ; অন্যথা এতাদৃশ সুন্দর পুরুষের এতাদৃশ গতি অসম্ভব। জী° ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টিকা ঃ** প্রাপিত ইতি কেনেতি শেষ। ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টিকানুবাদ ঃ** **প্রাপিত**—কার শাপে প্রাপ্ত হয়েছ।

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টিকা ঃ** ততশ্চ তৎস্পর্শপ্রভাবেণ তস্য ভক্তিরপ্যুৎপন্নেতি তদ্বাক্য-দ্বারা ব্যঞ্জয়িতুমাহ—সর্প উবাচেতি। অত্র চ সর্পতানির্দ্দেশঃ পূর্ব্ববচ্ছরীরাভেদাপেক্ষয়া। কশ্চিদিতি বিনয়েন শ্রুতঃ সংজ্ঞাতঃ স্বস্য রূপেণ, সম্পত্তিঃ সম্পন্নতা যস্যাস্তয়া শ্রিয়া শোভয়া বিশিষ্টঃ। দিশোঽচরমিতস্ততঃ ক্রীড়য়া ভ্রমন্নাসম্ ॥

ঋষীন্ বিরূপানঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ।
তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলব্ধৈঃ স্বেন পাপ্মনা ॥ ১৩ ॥

শাপো মেঽনুগ্রহায়ৈব কৃতস্তৈঃ করুণাত্মভিঃ।
যদহং লোকগুরুণা পদা স্পৃষ্টো হতাশুভঃ। ১৪ ॥

১৩। অন্বয়ঃ রূপদর্পিতঃ [সন্] বিরূপান্ অঙ্গিরসঃ [দৃষ্ট্বা] প্রহাসং (হসিতবানস্মি) [তদা] স্বেন পাপ্মনা প্রলব্ধৈঃ (উপহসিতৈঃ) তৈঃ ইমাং যোনিং প্রাপিতঃ।

১৪। অন্বয়ঃ করুণাত্মভি (করুণস্বভাবৈঃ তৈঃ মে মম) অনুগ্রহায় এব শাপঃ কৃতঃ, যৎ (যস্মাৎ) অহং লোকগুরুণা পদা স্পৃষ্টঃ হতাশুভঃ।

১৩। মূলানুবাদঃ বিরূপ তপস্যাক্লিষ্ট অঙ্গিরস বংশজাত ঋষিদের দেখে উপহাস করেছিলাম রূপদর্পিত আমি। এই অপরাধে ঋষিগণ আমাকে সর্পযোনি প্রাপ্ত করিয়েছেন, এ আমার নিজেরই পাপের ফল, তাদের কোন দোষ নেই।

১৪। মূলানুবাদঃ অহো মহৎগণের প্রভাবের কথা আর বলবার কি আছে? যাতে আমার দুষ্কৃতিও পরম সুকৃতিতে রূপান্তরিত হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

পরম করুণাময় ঋষিগণ আমাকে অনুগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই শাপ দিয়েছেন; যেহেতু আজ জগদীশ্বর আপনার পাদস্পর্শে অপরাধ মুক্ত হলাম।

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অতঃপর পাদস্পর্শ প্রভাবে সর্পের ভক্তি উৎপন্ন হল, ইহা ঐ সর্পের বাক্য দ্বারাই প্রকাশ করবার জন্য বলা হচ্ছে—সর্প উবাচ ইতি। এখানেও 'সর্প' পদের দ্বারা সুদর্শন বিদ্যাধরকে নির্দেশ করা হল পূর্ববৎ শরীরের অভেদ অপেক্ষায়। **কশ্চিৎ**—'কোনও' পদটি বিনয়ে ব্যবহার। **সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ**—সুদর্শন নামে পরিচিত। **স্বরূপ সম্পত্ত্যা**—দেহ সৌন্দর্যে শোভোচ্ছল হয়ে আমি বিমানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** শ্রুতঃ বিখ্যাতত্বাৎ সর্বলোকৈরেব। দিশোঽচরমিতস্ততঃ ক্রীড়য়া ভ্রমন্নাসম্॥ ॥ ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** শ্রুত—বিখ্যাত বলে সর্বলোকেরই শোনা আছে। **দিশঃ আচরণ্**—ইতস্তত লীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** বিরূপান্ বিকৃতাকারান্ তপসা চ কার্শ্যাদিব্যাপ্তানিত্যর্থঃ। অঙ্গিরসস্তদ্বংশ্যান্ উপলক্ষ্যতে হেতুঃ—স্বেনৈব পাপ্মনেতি। যদ্বা, তৈর্যং প্রাপিতস্তৎ, স্বেনৈব পাপ্মনেতি তেষাং দোষঃ পরিহৃতঃ॥

১৩। শ্রীজীব বৈ তো টীকানুবাদঃ বিরূপান্—বিকৃত চেহারা তাতে আবার তপস্যায় কৃশতা প্রাপ্ত। **অঙ্গিরসঃ**—অঙ্গিরস বংশের (ঋষিদের)। **প্রাহসং**—উপহাস করেছিলাম।—

তং ত্বাহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহম্ ।
আপৃচ্ছে শাপনির্মুক্তঃ পাদস্পর্শাদমীবহন্ ॥ ১৫ ॥

১৫। অন্বয় ঃ [হে] অমীবহন্ (অমিব+হন্—হে পাপ হন্তঃ) পাদস্পর্শাৎ শাপনির্মুক্তঃ অহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহং তং (দীনবন্ধুং) ত্বা (ত্বাম্) আপৃচ্ছে (স্বর্লোকং গন্তুং অনুজ্ঞাং যাচে ।

১৫। মূলানুবাদ ঃ হে দুঃখহারী, আপনার পাদস্পর্শে শাপ থেকে বিমুক্ত আমি সংসার ভীত শরণাগতজনের ভয়হারী আপনার নিকটে নিজলোকে চলে যাওয়ার আদেশ প্রার্থনা করছি।

স্বেন পাপ্মনা—নিজেরই কৃত পাপ ফল। অথবা, ঐ ঋষিগণ যে সর্পযোনি প্রাপ্ত করালেন, তা নিজেরই পাপ ফল, এরূপে ঋষিদের দোষ পরিহৃত হল। জী°১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ প্রলব্ধৈরুপহসিতৈর্মদীয়েনৈবপাপেন নিমিত্তেন । ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রলব্ধৈঃ তৈঃ—উপহসিত ঋষিগণ। **স্বেন পাপ্মনা**—মদীয় পাপের ফলেই (সর্পযোনি লাভ হল)। বি° ১৩॥

১৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ অহো কিং নাম বক্তব্যো মহতাং প্রভাবঃ, যেন মম দুষ্কৃতমপি পরমসুকৃততাং নীতমিত্যাশয়েনাহ—শাপ ইতি। করুণাত্মভিঃ, ইত্যপরাধাগ্রহণং দীনোদ্ধারব্যগ্রত্বঞ্চ দর্শিতম্। এতেন তত্র শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জস্পর্শান্তে পরমমঙ্গলং ভাবীতি তৈরুক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। অতোঽনুগ্রহায়ৈব শাপঃ কৃতঃ। লোকগুরুণা জগদীশ্বরেণ, ভবতেতি সুদুর্লভত্বমুক্তম্। তত্রাপি পদা শ্রীচরণেন পাদেতি ক্বচিৎ পাঠঃ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ অহো মহৎগণের প্রভাবের কথা আর বলবার কি আছে? যার দ্বারা আমার দুষ্কৃতিও পরমসুকৃতিতে রূপান্তরিত হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, শাপো ইতি। **করুণাত্মভিঃ**—পরমকারুণিক ঋষিগণের দ্বারা আমার দুষ্কৃতিও পরমসুকৃতিতে পরিণত হল—এই 'করুণাত্মভিঃ' পদ ব্যবহারে ঋষিদের অপরাধ-অগ্রহণ স্বভাব ও দীনোদ্ধার-ব্যগ্রতা দর্শিত হল। ঋষিরা পরম করুণ হওয়া হেতু পূর্ব শ্লোকের শাপোক্তির ধ্বনি হল, 'শ্রীকৃষ্ণচরণ কমল স্পর্শে তোমার পরমমঙ্গল হউক' এইরূপ বুঝতে হবে। অতএব অনুগ্রহ করার জন্যই শাপ দিলেন। **লোকগুরুণা**—জগদীশ্বর আপনার দ্বারা এই 'লোকগুরু' পদে কৃষ্ণের সুদুর্লভতাও উক্ত হল। এর মধ্যেও [পদা] শ্রীচরণের দ্বারা স্পর্শ আরও সুদুর্লভ। কোথাও পাঠ 'পাদ' আছে। জী°১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যৎ যতঃ শাপাৎ ॥ ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যৎ—যে শাপ হেতু ॥ বি°১৪॥

১৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ নন্বু স্বলোকং গন্তুমনুজ্ঞাং যাচসে, কথ'ন মোক্ষমিত্যত্রাহ—ভবেতি ; ভবভীতত্বেন প্রপন্নানাং মনসাপি শরণাগতানাং তদ্ভয়াপহম্, অস্মাকন্তু সাক্ষাৎ প্রাপ্তপরমভক্তি-নিদান-পাদস্পর্শানাং স্বত এব স ইতি ভাবঃ ॥ জী°১৫॥

প্রপন্নোঽস্মি মহাযোগিন্ মহাপুরুষ সংপতে।
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্বলোকেশ্বরেশ্বর ॥ ১৬ ॥

১৬। অন্বয়ঃ হে মহাযোগিন্, মহাপুরুষ, সংপতে, সর্বলোকেশ্বর [কৃষ্ণ]! অহং প্রপন্নঃ অস্মি মাং অনুজানীহি (স্বলোক গমনায় অনুজ্ঞাং দেহি)।

১৬। মূলানুবাদঃ কিন্তু যেখানেই থাকি-না কেন আপনার শ্রীচরণে শরণাগতিই আমার অভীষ্ট, এই আশয়ে বলছেন—

হে অনন্ত ঐশ্বর্যশালী, হে পরমেশ্বর, হে সাধু-পালক, হে পূতনার গতিদাতা কৃষ্ণ, হে সর্বলোকেশ্বর আমি আপনার শরণাগত আমাকে নিজ অনুচর বলে জানুন।

১৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : পূর্বপক্ষ, নিজেদের নিজলোকে [স্বর্গে—শ্রীবলদেব] গমনের আদেশ কেন মাগলেন? মোক্ষ মাগলেন না কেন? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, **ভবভীতানাং**—[ভবৎ] আপনি [ভীতানাং] সংসারভীতি হেতু **প্রপন্নানাং**—মনে মনেও শরণাগত জনদের **ভয়াপহম্**—ভয়হারী। পরম ভক্তিনিদান আপনার পাদস্পর্শ সাক্ষাৎ প্রাপ্ত আমাদের তো স্বতঃই (আনুসাঙ্গিক ভাবেই) মোক্ষ হয়ে গিয়েছে, ও আর চাইবার কি আছে? তাই নিজলোকে গমনের আদেশ চাইলাম। ॥ জী°১৫ ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ আপৃচ্ছে স্বলোকং গন্তুমনুজ্ঞাং যাচে। অমীবহন্, হে দুঃখহন্তঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আপৃচ্ছে—নিজলোকে যাওয়ার অনুজ্ঞা মাগলেন **অমিবহন্**—হে দুঃখহারী।

১৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ কিন্তু যত্র কুত্রাপি স্থিতৌ ত্বৎপ্রপত্তিরেব মমাভীষ্টেত্যাহ—প্রপন্ন ইতি। ত্বামাশ্রিতোঽস্মি, প্রপন্নোঽহমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। নন্ু সা সুদুর্লভেতি চেত্তত্রাহ—মহাযোগিন্, হে অনন্তাচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযুক্ত! কুতঃ? মহাপুরুষ হে পরমেশ্বর ত্বৎপ্রভাবান্ন কিঞ্চিদ্দুর্লভমিত্যর্থঃ। বিশেষতশ্চ হে সতাং পতে পালক! ততোঽঙ্গিরসামঙ্গীকারমঙ্গীকুর্য্যা এবেতি ভাবঃ। দেবেতি তত্রাপি হে কৃষ্ণ, হে পূতনাদীনামপি ভক্তপদপ্রদেত্যর্থঃ। অতঃ প্রপন্নমনোরথপরিপূরণং তবোচিতমেবেতিভাবঃ। দেবেতি পাঠে হে বিচিত্রক্রীড়াকৌতুকপ্রধান এতাদৃশাধমোদ্ধরণমপি তব ক্রীড়াসু যোগ্যমিতি ভাবঃ। অতঃ কৃতার্থত্বাদধুনা মামনুজানীহি, মল্লোকগমনায়াজ্ঞামেব দেহি। নন্ু মৎপ্রপত্তীচ্ছা লোকান্তরগমনেচ্ছা চেতি বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য স লোকোঽপি ত্বদীয় এবেত্যাহ—হে সর্বলোকেশ্বরেতি। কিঞ্চ, কর্ম্মফলদাত্রান্তর্যামিণা ত্বয়া তথৈব প্রের্য্যোঽহং তত্র কিং কর্ত্তুং শক্নুয়ামিত্যাহ হে ঈশ্বরেতি॥

১৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ কিন্তু যেখানেই থাকি - না কেন আপনার শ্রীচরণে শরণাগতিই আমার অভীষ্ট, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **প্রপন্নোঽস্মি**—আমি আপনার আশ্রিত জন।

ব্রহ্মদণ্ডাদ্বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুতদর্শনাৎ ॥ ১৭ ॥

১৭। **অন্বয়** ঃ [হে] অচ্যুত ! তে (তব) দর্শনাৎ (দর্শনমাত্রেন অহং সদ্য ব্রহ্মদণ্ডাৎ বিমুক্তা।

১৭। **মূলানুবাদ** ঃ আপনার মহিমাও আমি এখন বিশেষভাবে অনুভব করলাম, এই আশয়ে বললেন—

হে অচ্যুত ! আপনার দর্শন মাত্রেই আমি অঙ্গীরস ঋষীদের শাপ থেকে উৎকৃষ্ট প্রকারে মুক্ত হলাম।

পাঠ 'প্রপন্ন অহম্'ও আছে অর্থ একই। কৃষ্ণ যেন বলেছেন, অহো এই শরণাগতি লাভ তো 'সুদুর্লভ' এরই উত্তরে বিদ্যাধর বললেন **হে মহাযোগিন্**– হে অনন্ত ঐশ্বর্যযুক্ত। কি করে ? এরই উত্তরে **মহাপুরুষ** - হে পরমেশ্বর – আপনার প্রভাবে কিছুই দুর্লভ নয়, এরূপ অর্থ। বিশেষতঃ **সৎপতে**— আপনি সাধুগণের পালক। সে কারণেই অঙ্গীরস মুনিগনের শাপচ্ছলে যে পরমমঙ্গলদানের অঙ্গীকার তা সফল করুন।

এর মধ্যেও আবার আপনি কৃষ্ণ যে, পুতনাদিকেও ভক্তপদপ্রদাতা ; অতএব শরণাগতের মনোরথ পরিপূরণ করাতো আপনার অবশ্য কর্তব্য, এরূপভাব। পাঠ 'কৃষ্ণ' স্থানে 'দেব'ও আছে! এই পাঠে অর্থ–দেব—হে বিচিত্র ক্রীড়াকৌতুক প্রধান ! এতাদৃশ অধম-উদ্ধারণ লীলাটিও আপনার লীলাবলীর মধ্যে থাকা যুক্তিযুক্তই, এরূপভাব। আপনার শ্রীচরণ স্পর্শে আমি কৃতার্থ ; সুতরাং এখন **মাং অনুজানীহি**—নিজ গন্ধর্বলোকে যেতে অনুমতি দিন। কৃষ্ণ যেন বলছেন, 'ওহে আমার শরণাগত হয়ে থাকার ইচ্ছা ও একই সময়ে গন্ধর্বলোকে যাওয়ার ইচ্ছা' বিরুদ্ধ হয়ে গেল না কি ? কৃষ্ণের এইরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কা করে ঐ বিদ্যাধর বললেন, সেই গন্ধর্বলোকও তো আপনারই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে — হে **সর্বলোকেশ্বর**— সর্বলোক-অধিপতিগণের প্রভু। আরও কর্মফলদাতা অন্তর্যামী আপনার দ্বারা তো এইরূপই প্রেরণা পেলাম আমি অতপরঃ এ সম্বন্ধে আমি কি করতে পারি, এই আশয়ে **হে ঈশ্বর**। জী° ১৬।

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ হে মহাযোগিন্, ক্বাহমধুনৈব মহাখল-সর্পত্বৎপিতরমগ্রসম্। ক্বাহমকস্মাদধুনৈব লব্ধসবিবেকস্ত্বাং স্তৌমীত্যচিন্ত্যম্। তব যোগৈশ্বর্যমিতি ভাবঃ। মহাপুরুষাণাং শ্রীমন্নন্দাদীনাং সতাং সাধূনাং পতে ইতি শর্পদেহান্মামমোচয়ঃ স্বীয়ানেতাংশ্চাপালয় ইত্যপারং তব কৃপাবৈভবমিতি ভাবঃ। অনু অনুচরমেব মাং জানীহি ॥ ১৬ ॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ হে মহাযোগিন্ ! এই এখনই কোন এক তুচ্ছ আমি মহাখল সর্প আপনার পিতাকে গ্রাস করেছিলাম, আর এই এখনই আমি লব্ধবিবেক হয়ে আপনাকে স্তব করছি, ইহা এক অচিন্ত্য ব্যাপর। ইহা আপনার যোগৈশ্বর্য, এরূপ ভাব।

মহাপুরুষ সৎপতে—হে সাধু শ্রীমন্নন্দাদির পতি ! সর্পদেহ থেকে আমাকে মোচন করুন। আপনার এই নিজজনকে পালন করুন—ইহাই আপনার অপার কৃপা বৈভব এরূপ ভাব। **অনুজানীহি**— আমাকে আপনার অনুচর বলে জানুন ॥ বি° ১৬ ॥

যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥ ১৮ ॥

১৮। অন্বয়ঃ যন্নাম গৃহ্ণন্ আত্মানং এব (ইব) অখিলান্ শ্রোতৃন্ চ (তৎসম্বন্ধিনশ্চ জনান্) সদ্যঃ পুনাতি তস্য তে (তব) পদাস্পৃষ্ট (সন্) কিং ভূয়ঃ (পুনঃ দর্শন স্পর্শবান্ অহং)।

১৮। মূলানুবাদ ঃ আপনার শ্রীচরণকমলের দ্বারা সাক্ষাৎ স্পৃষ্ট আমি নিজলোকের অন্য সকলকে নিজস্পর্শদানে কৃতার্থ করব তথায় গিয়ে। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে কৃষ্ণ! যাঁর নাম একবার মাত্র কেবল উচ্চারণেই কীর্ত্তনকারী নিখিল শ্রোতাকে ও তৎ সম্বন্ধী জন সকলকেও সদ্য পবিত্র করে থাকে, সেই তোমার পাদস্পর্শে ধন্য আমি যে অধিকরূপে সেই নিখিল জনকে নিশ্চয়ই পবিত্র করব, সে আর বলবার কি আছে?

১৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ ত্বন্মাহাত্ম্যং চাধুনা ময়ৈব বিশেষতোঽনুভূতমিত্যাহ—ব্রহ্মেত্যর্দ্ধকেন। দর্শনমাত্রেণ সর্পাকারাধ্যাসো গতঃ, চরণস্পর্শেন তু সর্পাকারতৈব বিদ্যাধরাকারতাং প্রাপেতি ভাবঃ। বিনির্ম্মুক্তমিতি শ্রীচিৎসুখ-সম্মতঃ পাঠঃ। তত্র পূর্বেণান্বয়ঃ ॥ জী° ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ আপনার মহিমাও এখন আমি বিশেষ ভাবেই অনুভব করলাম, এই আশয়ে বললেন 'ব্রহ্ম' ইত্যাদি অর্ধশ্লোকে। দর্শনাৎ—দর্শনমাত্রে সর্পাকার-অধ্যাস (জ্ঞান) চলে গেল। চরণস্পর্শে সর্পের আকারই চলে গেল, প্রাপ্তি হল বিদ্যাধর আকার এরূপভাব। 'বিনির্ম্মুক্ত' ইতি চিৎসুখ সম্মত পাঠ। এখানে পূর্বের সহিত অন্বয়।

[বিমুক্ত—আপনার দর্শনেই সদ্য 'বি' বিশেষভাবে অর্থাৎ উৎকৃষ্টপ্রকারে মুক্ত আমি। —পাদস্পর্শে পূর্বেই 'বিমুক্তি' হয়েছিল বুঝতে হবে, তথাপি পাদকমল স্পর্শ দেওয়া হল, ভক্তিবিশেষ সম্পাদনের জন্য ও সৎবুদ্ধি প্রভৃতি বিস্তারণের জন্য, তাই চিৎসুখের পাঠে 'বির্নিমুক্ত' দেখা যায়। —শ্রীসনাতন।]

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ দর্শনাদেব বিমুক্তঃ কিমুত পদাস্পৃষ্ট। ॥ ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দর্শনাৎবিমুক্তঃ—দর্শনেই বিমুক্ত, পাদস্পর্শে যে হবে এতে আর বলবার কি আছে। বি° ১৭।

১৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ কিঞ্চ, ত্বৎপাদাব্জেন সাক্ষাৎ স্পৃষ্টোঽহং স্বলোকবর্ত্তিনোঽন্যান্ গত্বা স্বস্পর্শেন কৃতার্থয়িষ্যামি, কিমুতাত্মানমিত্যাশয়েনাহ—যন্নামেতি; নামৈকমপি গৃহ্ণন্ উচ্চারয়ন্নপীতি শ্রদ্ধাদ্যপেক্ষা নিরস্তা, গৃহ্ণন্নিতি বর্ত্তমানত্বেন সম্পূর্ণত্বাপেক্ষা অখিলানিতি অধিকারাদ্যপেক্ষা, সদ্য ইতি কালাপেক্ষা চ, শ্রোতৃনিতি কেবলং শ্রবণ প্রাপ্তিরেবাভিপ্রেতা। ইবার্থে এব আত্মানমিবেতি দৃষ্টান্তত্বেন শ্রবণকীর্ত্তনয়োরবিশেষোক্ত্যা মাহাত্ম্যবিশেষঃ সূচিতঃ। চকারেণ তত্তৎসম্বন্ধিনোঽপি তস্য পদাস্পৃষ্টঃ সন্ ভূয়োঽধিকং যথা স্যাত্তথা সর্বানেব তান্ হি নিশ্চিতং পুনামীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবন্দ্য চ।
সুদর্শনো দিবং যাতঃ কৃচ্ছ্রান্নন্দশ্চ মোচিতঃ ॥ ১৯ ॥

১৯। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—ইতি (এবম্প্রকারেণ) সুদর্শনঃ (বিদ্যাধরঃ) দাশার্হং (শ্রীকৃষ্ণং) অনুজ্ঞাপ্য (অনুজ্ঞাং গৃহীত্বা) পরিক্রম্য অভিবন্দ্য চ দিবং (স্বর্গং) যাতঃ (গতঃ) নন্দ চ কৃচ্ছ্রাৎ মোচিতঃ।

১৯। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—কৃষ্ণ মৌন থাকলেও 'মৌন সম্মতি লক্ষণ' এই ন্যায় অনুসারে অনুমতি হয়েছে ধরে নিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ পূর্বক বন্দনা করে নিজলোক স্বর্গে গমন করলেন বিদ্যাধর। আর এদিকে ঐ পাদস্পর্শ প্রভাবেই সর্পকবলের শিথিলতায় এক কুৎসিত অবস্থা থেকে মুক্ত হলেন শ্রীনন্দ মহারাজ।

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** আরও, আপনার শ্রীচরণকমলের দ্বারা সাক্ষাৎ স্পৃষ্ট আমি নিজলোকের অন্য সকলকে নিজ স্পর্শ দানে কৃতার্থ করব সেখানে গিয়ে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে— **যন্নাম ইতি**—নাম একবার মাত্রও **গৃহ্ণন**— উচ্চারণ মাত্র করেও, এরূপে শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা নিরস্ত হল। 'গৃহ্ণন্' এই বর্তমান প্রয়োগহেতু সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের অপেক্ষা নিরস্ত হল (যেমন নারায়ণ বলতে গিয়ে নারা।) **অখিলান্**—নিখিলজনকে, এর দ্বারা অধিকারাদি অপেক্ষা নিরস্ত হল। **সদ্য**—নিরস্ত হল সময়ের অপেক্ষা। **শ্রোতৃন্** অপেক্ষা কেবল শোনারই এখানে অভিপ্রেত অর্থ এরূপই ['নামৈক যস্য বাচিগতং' (শ্রীহ° ভ° বি°) এই শ্লোকটির মতই এখানে নিরপরাধ চিত্তের দিকে লক্ষ্য রেখেই বলা হয়েছে যন্নাম ইত্যাদি। এ বিষয়ে শ্রীভ° র° সি° (১।২।২৩৮) কারিকার 'ভাবজন্মনে' বাক্যের শ্রীজীবের টীকার 'সদ্ধিয়াং নিরপরাধচিত্তানাং' বাক্যের উপর শ্রীমুকুন্দ গোস্বামীর বিশ্লেষণ অনুধাবনীয় - চিত্ত যদি নিরপরাধ হয়, তবে সন্ন সম্বন্ধেই শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ ভাগ্যবন্ত তটস্থা জনে আভাসরূপ একবার নামেই যদি 'ভাব' অর্থাৎ 'রতি' জন্মে তবে শ্রদ্ধাবান জনে প্রেম জন্মাবে অবশ্যই, ইহাতে বলবার কি আছে?]

আত্মানমিবেতি এখানে 'ইব' মতোই' অর্থে 'এব' প্রয়োগ হয়েছে—কীর্তনকারীর নিজের মতই শ্রবণকারীও পবিত্র হয়ে যায় অর্থাৎ 'রতি' প্রাপ্ত হয় - এইরূপে শ্রবণ-কীর্তনের অবিশেষ উক্তি দ্বারা নামের মাহাত্ম্য বিশেষ সূচীত হল। **চ**— 'চ' কারের দ্বারা এই শ্রবণ-কীর্তনকারীর সম্বন্ধে অন্যেও পবিত্র হয়ে যায়—যার নাম শ্রবণ - কীর্তনের এরূপ মহিমা সেই তোমার পাদপদ্মস্পর্শে ধন্য আমি যে ভূয়ঃ—অধিকরূপে নিখিল শ্রবণ-কীর্তনকারী সকলকেই হি—নিশ্চিয়ই পবিত্র করব, সে আর বলবার কি আছে, এরূপ অর্থ॥ জি° ১৮ ॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নামৈকমপি গৃহ্ণন্ যঃ কোঽপি কিমুতাহং দর্শনস্পর্শবানপি ॥১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **যন্নাম গৃহ্ণন্**—যে কেউ একবার মাত্র নাম গ্রহণ করলে পবিত্র হয়ে যায় — দর্শন স্পর্শনে ধন্য আমি যে হব, এতে আর বলবার কি আছে॥ বি° ১৮ ॥

বিশাম্য কৃষ্ণস্য তদাত্মবৈভবং
ব্রজৌকসো বিস্মিতচেতসস্ততঃ।
সমাপ্য তস্মিন্নিয়মং পুনর্ব্রজং
নৃপায়যুস্তৎ কথয়ন্ত আদৃতাঃ॥ ২০॥

২০। **অন্বয়** ঃ [হে] নৃপ! তদাত্মবৈভবং (শ্রীকৃষ্ণস্য স্বকীয়ং অসাধারণং প্রভাবং) নিশম্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিত চেতসঃ ব্রজৌকসঃ তস্মিন্ (অম্বিকা বনে) নিয়মং সমাপ্য আদৃতাঃ (আদর যুক্তাঃ সন্তঃ) তৎ কথয়ন্তঃ ততঃ (অম্বিকাবনাৎ) পুনঃ ব্রজং আযযুঃ (আজগ্মুঃ)।

২০। **মূলানুবাদ** ঃ হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের সেই স্বরূপবৈভব দর্শন করে বিস্মিত-চেতা ব্রজবাসিগণ সেই অম্বিকা বনে ব্রত সমাপন পূর্বক সেই আশ্চর্যজনক কথা পরস্পর সাদরে কথোপকথন করতে করতে পুনরায় ব্রজে ফিরে এলেন।

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অনুজ্ঞাপ্য 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্' ইতি ন্যায়েন পাদস্পর্শপ্রভাবমাত্রতঃ সর্পকবল-শৈথিল্যাপাদনেন কৃচ্ছ্রাদপাদানাৎ শ্রীনন্দশ্চ মোচিত, শ্রীকৃষ্ণেনেতি পূর্ব্বসূচিতার্থ এবাত্র স্পষ্টীক্রিয়তে, উভয়োরপি মঙ্গলং কৃতমিতি বোধনায়, অতএব চ-শব্দশ্চ। তমমোচয়িত্বা বিদ্যাধরেণ সংকথনং ন যুক্তমিতি॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণ চুপ করে থাকলেও 'মৌন সম্মতি লক্ষণ' এই ন্যায়ে অনুমতি হয়েছে, ধরে নিয়ে। **কৃচ্ছ্রাৎ মোচিতঃ নন্দশ্চ**—কেবল পাদস্পর্শ প্রভাবে সর্পগ্রাসের শিথিলতায় নন্দও সর্পকবল-কষ্ট থেকে মুক্ত হলেন কৃষ্ণের দ্বারা। পূর্বের সূচিত অর্থই এখানে আরও স্পষ্ট করা হল—কৃষ্ণ যে উভয়েরই মঙ্গল করলেন, সেই কথা বুঝাবার জন্য, অতএব 'চ' শব্দও প্রয়োগ হয়েছে। নন্দকে মোচন না করে বিদ্যাধরের সহিত আলাপ যুক্তিযুক্ত নয়।

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ আত্মবৈভবং স্বরূপবৈভবং কুতোঽপি বিদ্যাদিপ্রাপ্ত্যেব নরলোকাৎ। বিস্ময়ে হেতুঃ—ব্রজৌকসঃ তৎপ্রেমভরবিবশতয়া মুহুর্দৃষ্টমপি তাদৃশত্বমনুসন্ধাতুমশক্যা ইত্যর্থঃ। নিয়মং ত্রিরাত্রতীর্থবাসাত্মকম্॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **আত্মবৈভবং**—স্বরূপবৈভব নৃষ্যলোক থেকে প্রাপ্ত বিদ্যাদি এরূপ হতে পারে না। বিস্ময়ে হেতু, ব্রজবাসী-স্বভাব। মুহুর্মুহু তাদৃশ ঐশ্বর্য দেখলেও কৃষ্ণপ্রেম-বিবশ স্বভাবে তাঁরা ঐশ্বর্যে মন দিতে পারেন না, এরূপ অর্থ। **নিয়মং**—ত্রিরাত্রি ঐ বনে বাসরূপ নিয়ম। জী°২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বিস্মিতচেতস ইতি। অহো যোঽয়মস্মাকং লাল্য এবাস্মান্ বিনা ক্ষণমাত্রমপি ন নির্বৃণোতি স এব কৃষ্ণঃ কিং পরমেশ্বর এবঞ্চেদেতৎ পিত্রাদয়ো বয়মপি মহাপুরুষা

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্ ॥ ২১ ॥

২১। অন্বয়ঃ অথ কদাচিৎ (হোলিকাপূর্ণিমায়াং) অদ্ভুতবিক্রমঃ গোবিন্দ রামশ্চ বনে রাত্র্যাং ব্রজযোষিতাং মধ্যগৌ (সন্তৌ) বিজহ্রতুঃ।

২১। মূলানুবাদঃ অতঃপর ক্রমপ্রাপ্ত বিদ্যাধর-মুক্তি লীলা বলবার পর অন্য একটি রাসলীলা সদৃশ মধুর লীলা বলা হচ্ছে—

সেই অম্বিকা বনে যাপিত শিবরাত্রির পরের হোলিকা-পূর্ণিমা দিনে অদ্ভুত বিক্রমশালী কৃষ্ণরাম ও অন্যসখাগণ ব্রজরমণীগণের মধ্যগত হয়ে রাত্রিকালে বনমধ্যে হোলি খেলতে লাগলেন।

এব ভবামেতি ধন্যো গর্গমুনির্যেন প্রথমত এবাস্য নারায়ণসাম্যমুক্তম্। তথৈব বরুণস্যাস্য চ বিদ্যাধরস্য মুখাদশ্রৌষমিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বিস্মিত চেতসঃ**—ব্রজবাসীরা বিস্মিত হলেন—অহো যে বালক আমাদের লাল্য, আমাদের ছাড়া ক্ষণমাত্রও সুস্থির চিত্ত হয় না, সেই কৃষ্ণই কি পরমেশ্বর? তা যদি হয় এই পিতামাতাদি আমরা সকলে মহাপুরুষই নিশ্চয়—অহো ধন্য গর্গমুনি, যিনি প্রথম থেকেই একে 'নারায়ণ সম' বলেছিলেন। —সেই রূপই শুনলাম বরুণ এবং বিদ্যাধরের মুখ থেকে, এরূপ ভাব। বি°২০ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অথ ক্রমপাপ্তং দেবযোনিমুক্তিদানরূপত্বেনাত্মীয়রক্ষারূপত্বেন চ পূর্ব্বলীলাসদৃশং পূর্ব্ববিবক্ষিতং লীলান্তরমাহ —কদাচিদিত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। অথ তচ্ছিবরাত্র্যনন্তরং কদাচিৎ হোলিকাপূর্ণিমায়াম্; গোবিন্দঃ শ্রীগোকুলযুবরাজঃ; রময়তি ক্রীড়য়তি কৃষ্ণমিতি রাম ইতি নিরুক্ত্যা তদানীং সখ্যাংশস্যৈবোদয়ো ধ্বনিতঃ, জন্মারভ্য সহবিহারাৎ, বাল্যাবশেষাচ্চ। ব্রজে তদংশস্যৈব প্রাচুর্য্যদর্শনং রাজধান্যামেবাগ্রজত্বাংশস্যেতি। অত্রাস্য গৌণতাবিবক্ষয়া পশ্চান্নির্দ্দেশশ্চকারাৎ, তদুপলক্ষিতত্বেন সখায়োঽপি জ্ঞেয়াঃ। মধ্যদেশাদৌ তথৈব হোরিকা-ক্রীড়াব্যবহারাৎ, ভবিষ্যোত্তর শাস্ত্রাচ্চ। রাজসূয়াবভৃথে চেত্থমেব ক্রীড়া বর্ণয়িষ্যতে, বনে ব্রজসন্নিহিত ইতি জ্ঞেয়ম্, অদ্ভুতঃ অলৌকিকবিক্রমঃ প্রভাবো যস্য স ইতি দ্বয়োরপি বিশেষণম্ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অতঃপর ক্রমপাপ্ত বিদ্যাধরের মুক্তিদানরূপ ও আত্মীয় রক্ষারূপ লীলা বলবার পর পূর্বে যা বলা হয়েছে, সেই রাসলীলা সদৃশ অন্য লীলা বলা হচ্ছে—'কদাচিৎ' ইত্যাদি শ্লোকে যাবৎ সমাপ্তি।

অতঃপর **কদাচিৎ**—সেই অম্বিকাবনে যাপিত শিবরাত্রির পরের হোলিকা পূর্ণিমায়। **গোবিন্দ**—শ্রীগোকুলযুবরাজ। **রামঃ**—'রমণ' শব্দের অর্থ ক্রীড়া—রাধা সঙ্গে ক্রীড়াপরায়ণ অর্থে 'কৃষ্ণ' যেমন 'রাম' নামে অভিহিত তেমনই কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়াপরায়ণ অর্থেই বলদেব 'রাম' নামে অভিহিত এখানে। কারণ হোলিখেলা-কালে সখ্যাংশেরই উদয় হয়ে থাকে, নিরুক্তি

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীজনৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥ ২২ ॥

২২। **অন্বয় ঃ** বদ্ধসৌহৃদৈঃ স্ত্রীজনৈঃ ললিতং উপগীয়মানৌ স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ [রামকৃষ্ণৌ বিজহ্রতু ইতি]।

২২। **মূলানুবাদ ঃ** কৃষ্ণরামের যে সকল পৃথক পৃথক নিত্যপ্রেয়সী আছে, তাঁদের দ্বারা হোরিকা উচিত মনোহর গানে প্রশংসিত, রম্য অলঙ্কারে ভূষিত, চন্দনাদিতে চর্চিতাঙ্গ, মালায় শোভিত, শুভ্র বস্ত্রে সজ্জিত কৃষ্ণরাম তৎকালে স্ত্রীগণ মধ্যে দীপ্তি পেতে লাগলেন।

অনুসারে এরূপই ধ্বনি। জন্মারম্ভ থেকেই কৃষ্ণ বলরামের সহিত বিহার করে থাকেন বাল্য-অবিশেষে অর্থাৎ কৈশোরাদিতেও বলরাম কৃষ্ণের বিহার-সাথী—ব্রজে সখ্য অংশেরই প্রাচুর্য দেখা যায়—মথুরাদি রাজধানীতে কিন্তু বড় ভাই-এর ভাবেরই প্রাচুর্য। এখানে বড় ভাই-এর ভাব গৌণতা বক্তব্য হওয়ায় পশ্চাৎ নির্দেশ। **চ**—এই 'চ' কারের দ্বারা উপলক্ষণে রামকে বলে অন্য সখাদেরও বুঝানো হয়েছে—মধ্যদেশে সেইরূপ হোলিখেলার ব্যবহার হওয়া হেতু— ভবিষোত্তর শাস্ত্রেও এইরূপই বলা আছে, রাজসূয় যজ্ঞের উৎসবেও এইরূপ ক্রীড়ার বর্ণন দেখা যায়। **বনে**—ব্রজের নিকট বনে, এরূপ বুঝতে হবে। **অদ্ভুত বিক্রমঃ**—অলৌকিক প্রভাব বিশিষ্ট কৃষ্ণরাম ॥ জী°২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কদাচিচ্ছিবরাত্রিব্রতানন্তরং রাত্র্যাং চন্দ্রিকাবহুলায়াম্। ব্রজযোষিতাং, মধ্যগাবিতি হোলিকা-ক্রীড়ায়াং তথৈব ব্যবহার ইতি বৈষ্ণবতোষণী ॥ ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ কদাচিৎ**—শিবরাত্রি ব্রতের পরে জ্যোৎস্নায় ঝলমল রাত্রিতে। **মধ্যগৌ ইতি**—ব্রজরমণীদের মধ্যস্থলে হোলিখেলায় তাদৃশ ব্যবহার আছে। বি°২১ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** বিহারমেবাহ—উপেতি ত্রিকেণ। ললিতং গাননর্ম্মাদি-পরিপাটীভির্মনোহরং যথা স্যাত্তথা, উপগীয়মানৌ হোরিকোচিত-গীতিভির্বর্ণ্যমানৌ। তত্র হেতুঃ—বদ্ধং সৌহৃদং যৈরিতি। এতেন শ্রীরামস্যাপি পৃথক্ প্রেয়সীগণো লক্ষ্যতে। তদ্ব্যঞ্জিতম্—'গোপ্যন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রী;' (শ্রীভা ১০।১৫।৮) ইতি। অতএব গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্যেতি দ্বয়োরপি গীতস্য তাদৃশমোহহেতুত্বং বক্ষ্যতে। সর্ব্বমেলনন্তু হোরিকাবসর-সংঘর্ষাদিতি জ্ঞেয়ম্, অতো মিথোঽননুসন্ধানমপি ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** বিহার বলা হচ্ছে, 'উপগীয়মানৌ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। **ললিতং**—গান ও নর্মাদি পরিপাটি দ্বারা মনোহর, যাতে হয় সেইভাবে **উপগীয়মানৌ**—হোরিকা-উচিত গীতে প্রেয়সীগণের দ্বারা প্রশংসিত কৃষ্ণরাম। এ বিষয়ে হেতু—**বদ্ধসৌহৃদৈঃ** এঁরা নিত্যপ্রেয়সী। এই বাক্যের দ্বারা রামেরও যে পৃথক প্রেয়সী আছে, তা লক্ষিত হচ্ছে—সেই কথাই (ভা° ১০।১৫।৮) শ্লোকে ব্যঞ্জিত হয়েছে, শ্রীবলরামকে লক্ষ্য করে যা বলা হয়েছে, তার থেকে, যথা—"লক্ষ্মীর স্পৃহনীয় তোমার বক্ষোস্থল লাভে গোপীগণ ধন্য হল।" এই জন্যই

বিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্ ।
মল্লিকাগন্ধমত্তালি-জুষ্টং কুমুদবায়ুনা ॥ ২৩ ॥

জগতুঃ সর্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্ ।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্ ॥ ২৪ ॥

২৩। **অন্বয়** ঃ উদিতোড়ুপতারকং মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদবায়ুনা (কুমুদগন্ধযুক্তেন চ বায়ুনা জুষ্টং) নিশামুখং (নিশারম্ভং) মানয়ন্তৌ (সৎকুর্বন্তৌ রামকৃষ্ণৌ বিজহ্রতুঃ।

২৪। **অন্বয়** ঃ স্বরমণ্ডল মূর্চ্ছিতম্ যুগপৎ কল্পয়ন্তৌ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) সর্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্ জগতুঃ।

২৩। **মূলানুবাদ** ঃ চন্দ্র তারকার উদয়ে সমুজ্জ্বল, মল্লিকা কুসুমের পরিমলে মত্ত ভ্রমর-সেবিত ও কুমুদগন্ধী বায়ুতে স্নিগ্ধ নিশারম্ভকে সম্মান করতে করতে বিহার করতে লাগলেন।

২৪। **মূলানুবাদ** ঃ স্বরমণ্ডলের মূর্চ্ছনা এককালেই কল্পনা করত কৃষ্ণরাম দুজনে প্রাণি সকলের চিত্ত-কর্ণের সুখকর রূপে গাইতে লাগলেন।

পরবর্তী ২৫ শ্লোকে বলা হল "গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্য" অর্থাৎ গোপীগণ কৃষ্ণবলরামের সেই গান শুনে মোহিত হলেন, দেহ থেকে বসন স্খলিত হতে লাগল"—

কৃষ্ণবলরাম প্রথমে যাঁর যাঁর প্রেয়সী নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হোলি খেলছিলেন—দুই দলে সংঘর্ষ লেগে গেলে সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল, অতএব পরস্পর তখন আর কোনও অনুসন্ধান থাকল না। জী° ২২ ॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ°তো° টীকা** ঃ উদিতেতি — শিশিরান্তে হিমকুজ্ঝটিকাপগমাদতিশয়েন প্রাকট্যাৎ। মল্লিকেতি বসন্তপ্রবেশাৎ ॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **উদিত**— বসন্তের আগমনে শিশির পড়া বন্ধ হয়ে গেলে হিমকুজ্ঝটিকা গেল, এতে চন্দ্র-তারকা অতি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল আকাশে। **মল্লিকাগন্ধ** — বসন্তের আগমনে মল্লিকা ফুটে উঠল, যার গন্ধে মত্ত হল অলিকুল। জ° ২৩।

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নিশামুখং নিশারম্ভং সৎকুর্বন্তৌ। উদিত উড়ুপস্তারকা চ যত্র তৎ। কুমুদবায়ুনা যুক্তম্ ॥ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **বিশামুখঃ মানয়ন্তৌ**—নিশারম্ভকে সম্মানিত করতে করতে। যে নিশা চন্দ্রতারকার উদয়ে সমুজ্জ্বল, কুমুদগন্ধী বায়ুতে সমৃদ্ধ। বি°২৩ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ মঙ্গলং সুখাবহম্, স্বরাণাং মণ্ডলং সমূহস্তস্য মূর্চ্ছনাম ; তল্লক্ষণং চোক্তং সঙ্গীতসারে—'ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্। মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তা একবিংশতিঃ ॥' ইতি ॥

গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্নৃপ।
স্রংসদ্দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ ॥ ২৫ ॥

এবং বিক্রীড়তোঃ স্বৈরং গায়তোঃ সম্প্রমত্তবৎ।
শঙ্খচূড় ইতিখ্যাতো ধনদানুচরোঽভ্যগাৎ ॥ ২৬ ॥

২৫। **অন্বয়ঃ** [হে] নৃপ! গোপ্যঃ তদ্গীতং আকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা (বুভূবুঃ) ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ, তাঃ) সংস্রদ্দুকূলং (স্রংস্যৎ দুকূলং যস্মাৎ তথাভূতং) স্রস্তকেশস্রজং আত্মানং ন অবিদন্।

২৬। **অন্বয়ঃ** এবং স্বৈরং সংপ্রমত্তবৎ বিক্রীড়িতোঃ গায়তোঃ শঙ্খচূড় ইতি (নাম্না) খ্যাতো ধনদানুচরঃ অভ্যগাৎ (আজগাম)।

২৫। **মূলানুবাদঃ** হে রাজা পরীক্ষিত! গোপীগণ যে যাঁর প্রেয়সী, সে তাঁরই গান শুনে মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হলেন—অঙ্গের বসন ও কেশপাশের মালা যে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল, তা জানতে পারেন নি।

২৬। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে হোলি খেলতে খেলতে ও গাইতে গাইতে তাঁরা দুইজন হয়ে উঠলেন উচ্ছৃঙ্খল মাতালের মতো স্বেচ্ছাচারী। এই অবসরে শঙ্খচূড় নামক কুবেরানুচর তথায় এসে উপস্থিত হল।

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** মঙ্গলং-সুখাবহ। **স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং**—স্বর-সমূহের মূর্চ্ছনা **কল্পয়ন্তৌ**—রচনা করলেন—'সারেগামাপাধানি' সপ্তস্বরের ক্রমে উঠানো-নামানোকে বলে মূর্চ্ছনা। উদারা-মুদারা-তারা গ্রামত্রয়ে ইহা ২১ প্রকার॥ জী°২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যুগপদেকদৈব স্বরমণ্ডলানাং মূর্চ্ছিতং মূর্চ্ছনামনিবদ্ধত্বাৎ কল্পয়িতু-মশক্যমপি শক্যমিব কল্পয়ন্তৌ॥ ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **যুগপৎ**—এককালেই। **স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্**—স্বরমণ্ডলের মূর্ছনার বন্ধন না থাকায় উহা কল্পনা করে নেওয়া সামর্থ্যের অতীত হলেও যেন সমর্থ এইরূপে কল্পনা করে নিলেন।

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** গোপ্যো যথাস্বং তয়োঃ প্রেয়স্যঃ, তদ্গীতং তয়োর্গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা বভূবুঃ। ততো হেতোরাত্মানং ন স্রংসদ্দুকূলমবিদন্, ন চ স্রস্তকেশস্রজমবিদন্, নবিদুরিত্যর্থঃ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **গোপ্যঃ**—গোপীদের মধ্যে যে যাঁর প্রেয়সী সে তাঁরই গান শুনে মূর্চ্ছিত হলেন, এইরূপে সকল প্রেয়সীই **তৎগীতং**—'তৎ' কৃষ্ণরামের গীত শ্রবণ করে মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হলেন। **ততঃ** এই হেতু অঙ্গের বসন যে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল, এবং কেশপাশ থেকে মালা যে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল, তা জানতে পারেন নি। জী°২৫।

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** গোপ্যঃ যথাস্বং তয়োঃ প্রেয়স্যঃ। আত্মানং দেহং স্রংসদ্দুকূলং স্রস্তাঃ কেশেভ্যঃ স্রজো যস্য তং নাবিদন্ নানুসন্দধুঃ॥ ২৫॥

তয়োর্নিরীক্ষতো রাজংস্তন্নাথং প্রমদাজনম্।
ক্রোশন্তং কালয়ামাস দিশ্যুদীচ্যামশঙ্কিতঃ ॥ ২৭ ॥

২৭। **অন্বয়ঃ** হে রাজন্ তয়োঃ নিরীক্ষতোঃ আশঙ্কিতঃ (নির্ভয়ঃ স শঙ্খচূড়ঃ তন্নাথং (রামকৃষ্ণৌ এব নাথৌ যস্য তং) ক্রোশন্তং প্রমদাজনং উদীচ্যাং দিশি কালয়ামাস (বিদ্রাবয়ামাস)।

২৭। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! রামকৃষ্ণের চোখের সামনেই, তাঁদের উপেক্ষা করে শঙ্খচূড় নিঃশঙ্কচিত্তে হে রাম, হে কৃষ্ণ বলে রোদনপরায়ণ রমণীগণকে লাঠি ঘুরিয়ে ভয় দেখিয়ে উত্তরে যক্ষপুরির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **গোপ্য**—গোপীদের মধ্যে যে যাঁর প্রেয়সী সে তাঁরই গান শুনে মূর্চ্ছিত হলেন। **আত্মানং**—দেহ। কিরূপ দেহ? যে দেহের পরিহিত বস্ত্র স্খলিত ও কেশ থেকে মালা চ্যুত সেই দেহ (ভুলে গেলেন)। বি°২৫ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** এবমিতি—হোরিকোচিতমেবং বিক্রীড়তোর্গায়তোশ্চ, অতএব স্বৈরং যথা স্যাত্তথা সংপ্রমত্তবচ্চেতি ভবিষ্যোত্তর বিধিনা তথা লোকব্যবহারাৎ। বতি-প্রত্যয়াদন্যো জনো যথা তথৈবেত্যর্থঃ। সং-শব্দাত্তু প্রেমময়-তদ্গীতাদিমাধুর্য্যেণ, তত্রাপি বিশেষত ইত্যর্থঃ। অভ্যয়াদভ্যগাদিতি পাঠদ্বয়ম্ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **এবং**—এইরূপে হোরিকা-উচিত **বিক্রীড়িতো**—বিশেষ খেলা ও গান করতে করতে তাঁরা হয়ে উঠলেন **স্বৈরং সম্প্রমত্তবৎ**—উচ্ছৃঙ্খল মাতালের মতো স্বেচ্ছাচারী। —ভবিষ্যোত্তরে লোক ব্যবহার এইরূপই বর্ণিত আছে। 'বৎ' শব্দে অন্য সাধারণ জন যেমন হোলিখেলায় মত্ত হয়ে উঠে সেইরূপ। সেই প্রেমময় গীতাদি মাধুর্যের দ্বারা যে 'প্রমত্তবৎ' অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তার উচ্ছলিত অবস্থাকে বুঝাবার জন্যই 'সং' শব্দের ব্যবহার। 'অভ্যয়াদ্' ও 'অভ্যগাদ্' এই দুপ্রকার পাঠ দেখা যায়।

[শ্রীসনাতন—গোপীদের গানে লীন-চিত্ত থাকায় 'সংপ্রমত্তবৎ' গাইলেন কৃষ্ণ বলরাম; এখানে 'সং' শব্দে গোপীদের প্রমত্তবৎ অবস্থার থেকেও একটি বিশেষ অবস্থা সূচিত হচ্ছে কৃষ্ণবলরামের] জী° ২৬ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অভিযানাদেব নিরীক্ষমাণয়োঃ, অনাদরে ষষ্ঠী, যতোঽশঙ্কিতঃ। উদীচ্যাং দিশীতি—গুহ্যকানাং তস্যাং নিবাসেন, এবং তাসাং পৃথক্ পঙ্‌ক্তিস্থিতত্বাবগমাদ্ধোরিকারীতিরেব স্পষ্টা ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **তয়োর্নিরীক্ষ্যমাণয়ো**—রামকৃষ্ণের চোখের সামনেই, কারণ ঐ অসুর নির্ভয়। **উদীচ্যাং দিশী**—উত্তর দিকে, সেই শঙ্খচূড়ের পূর্বনিবাস যক্ষপুরে। হোলিখেলাকালে গোপীগণ পৃথক্ পৃথক্ যূথগত ভাবে অবস্থিত যে ছিলেন, তা জানা হেতু হোলিখেলার রীতিও স্পষ্ট। জী°২৭ ॥

তয়োর্নিরীক্ষতো রাজংস্তন্নাথং প্রমদাজনম্।
ক্রোশন্তং কালয়ামাস দিশ্যুদীচ্যামশঙ্কিতঃ ॥ ২৭ ॥

২৭। **অন্বয়ঃ** হে রাজন্ তয়োঃ নিরীক্ষতোঃ আশঙ্কিতঃ (নির্ভয়ঃ স শঙ্খচূড়ঃ তন্নাথং (রামকৃষ্ণৌ এব নাথৌ যস্যা তং) ক্রোশন্তং প্রমদাজনং উদীচ্যাং দিশি কালয়ামাস (বিদ্রাবয়ামাস)।

২৭। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! রামকৃষ্ণের চোখের সামনেই, তাঁদের উপেক্ষা করে শঙ্খচূড় নিঃশঙ্কচিত্তে হে রাম, হে কৃষ্ণ বলে রোদনপরায়ণ রমণীগণকে লাঠি ঘুরিয়ে ভয় দেখিয়ে উত্তরে যক্ষপুরির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** গোপ্য—গোপীদের মধ্যে যে যাঁর প্রেয়সী সে তাঁরই গান শুনে মূর্চ্ছিত হলেন। আত্মানং—দেহ। কিরূপ দেহ? যে দেহের পরিহিত বস্ত্র স্খলিত ও কেশ থেকে মালা চ্যুত সেই দেহ (ভুলে গেলেন)। বি°২৫ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** এবমিতি—হোরিকোচিতমেবং বিক্রীড়তোর্গায়তোশ্চ, অতএব স্বৈরং যথা স্যাত্তথা সংপ্রমত্তবচ্চেতি ভবিষ্যোত্তর বিধিনা তথা লোকব্যবহারাৎ। বতি-প্রত্যয়াদন্যো জনো যথা তথৈবেত্যর্থঃ। সং-শব্দাত্তু প্রেমময়-তদ্গীতাদিমাধুর্য্যেণ, তত্রাপি বিশেষত ইত্যর্থঃ। অভ্যয়াদভ্যগাদিতি পাঠদ্বয়ম্ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** এবং—এইরূপে হোরিকা-উচিত বিক্রীড়িতো—বিশেষ খেলা ও গান করতে করতে তাঁরা হয়ে উঠলেন স্বৈরং সম্প্রমত্তবৎ—উচ্ছৃঙ্খল মাতালের মতো স্বেচ্ছাচারী। —ভবিষ্যোত্তরে লোক ব্যবহার এইরূপই বর্ণিত আছে। 'বৎ' শব্দে অন্য সাধারণ জন যেমন হোলিখেলায় মত্ত হয়ে উঠে সেইরূপ। সেই প্রেমময় গীতাদি মাধুর্যের দ্বারা যে 'প্রমত্তবৎ' অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তার উচ্ছলিত অবস্থাকে বুঝাবার জন্যই 'সং' শব্দের ব্যবহার। 'অভ্যয়াদ্' ও 'অভ্যগাদ্' এই দুপ্রকার পাঠ দেখা যায়।

[শ্রীসনাতন—গোপীদের গানে লীন-চিত্ত থাকায় 'সংপ্রমত্তবৎ' গাইলেন কৃষ্ণ বলরাম; এখানে 'সং' শব্দে গোপীদের প্রমত্তবৎ অবস্থার থেকেও একটি বিশেষ অবস্থা সূচিত হচ্ছে কৃষ্ণবলরামের] জী° ২৬ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অভিযানাদেব নিরীক্ষমাণয়োঃ, অনাদরে ষষ্ঠী, যতোঽশঙ্কিতঃ। উদীচ্যাং দিশীতি—গুহ্যকানাং তস্যাং নিবাসেন, এবং তাসাং পৃথক্পঙ্‌ক্তিস্থিতত্বাবগমাদ্ধোরিকারীতিরেব স্পষ্টা ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ তয়োর্নিরীক্ষ্যমাণয়ো**—রামকৃষ্ণের চোখের সামনেই, কারণ ঐ অসুর নির্ভয়। **উদীচ্যাং দিশী**—উত্তর দিকে, সেই শঙ্খচূড়ের পূর্বনিবাস যক্ষপুরে। হোলিখেলাকালে গোপীগণ পৃথক্ পৃথক্ যূথগত ভাবে অবস্থিত যে ছিলেন, তা জানা হেতু হোলিখেলার রীতিও স্পষ্ট। জী°২৭ ॥

ক্রোশন্তং কৃষ্ণ রামেতি বিলোক্য স্বপরিগ্রহম্।
যথা গা দস্যুনা গ্রস্তা ভ্রাতারাবন্বধাবতাম্॥ ২৮॥

২৮। **অন্বয়ঃ** দস্যুনা গ্রস্তাঃ গাঃ [বিলোক্য] যথা [ধাবন্তি, তথা] স্বপরিগ্রম্ (স্বকীয়ত্বেন অঙ্গীকৃতং) [স্ত্রীজনং] কৃষ্ণরাম ইতি ক্রোশন্তং বিলোক্য ভ্রাতরৌ অন্বধাবতাম্।

২৮। **মূলানুবাদঃ** গরুচোরের দ্বারা কবলিত গরুসকলের দর্শনে যেরূপ গোপসকল ধাবিত হয় ওদের রক্ষার জন্য, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণবলরাম নিত্য আত্মীয়তায় বদ্ধ রমনীগণকে হঠাৎ অসুর কবলিত ও 'রামকৃষ্ণ' বলে চিৎকার করতে দেখে ছুটে চললেন তাঁদের রক্ষার জন্য।

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নিরীক্ষমাণয়োস্তয়োরিতানাদরে ষষ্ঠী, ক্রোশন্তং হে রামকৃষ্ণ, অস্মাংস্ত্রায়স্বেতি সক্রন্দনং ফূৎকুর্বন্তম্। কালয়ামাস মহাযষ্টিঘূর্ণনেন ভীষয়িত্বা উদীচীং দিশং প্রতি বিদ্রাবয়ামাসেতি। তেন স্পর্শস্তাসাং নাভূদিতি জ্ঞেয়ম্। "যথা গা" ইত্যগ্রিমশ্লোকোক্তেঃ॥ ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** তয়োর্নিরীক্ষতো—রামকৃষ্ণের চোখের সামনেই। **ক্রোশন্তং**—চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ডাকলেন, হে রামকৃষ্ণ আমাদের রক্ষা কর। **কালয়ামাস**—মহাযষ্টি ঘুরিয়ে ভয় দেখিয়ে উত্তর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। —ঐ অসুর গোপীদের স্পর্শ করতে পারেনি এরূপ বুঝতে হবে। দৃষ্টান্ত পরের শ্লোকে দ্রষ্টব্য। বি°২৭॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** স্বপরিগ্রহং নিত্যাত্মীয়ত্বেনাঙ্গীকৃতমিত্যবশ্যরক্ষ্যত্বং তদর্থং পরমবৈয়গ্র্যাদিকঞ্চ ধ্বনিতম্। ভ্রাতরাবিতি মিথঃ স্নেহাদিনা তত্রৈকমত্যাদিকং সূচিতম্। একেনানেকাসাং কালনে তৎপালকানাং ব্যগ্রত্বেন দৃষ্টান্তঃ—যথা দস্যুনা হঠাদপহরতা চৌরেণ গ্রস্তা বিদ্রাব্যাত্মসাৎকৃতা! গা বিলোক্য, গোপা ধাবন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। এতেনাস্পর্শোঽপি ব্যঞ্জিতঃ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** স্বপরিগ্রহং—নিত্য আত্মীয়তায় অঙ্গীকৃত, —এঁরা অতি অবশ্য রক্ষণীয়, এখানে পরম বৈয়গ্র্য প্রভৃতি ধ্বনিত হল। **ভ্রাতরৌ**—দুই ভাই পরস্পর স্নেহাদি হেতু ধাবনাদি বিষয়ে তারা যে একমত, তাই ধ্বনিত হল এই বাক্যে। একের দ্বারা বহু গোপীকে তাড়িয়ে নিয়ে চলাতে তাদের পালকদের ব্যাগ্রতার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেনযথা, **দস্যুনা**—হঠাৎ অপহরণকারী গরুচোরের দ্বারা **গ্রস্তা গাঃ**— তাড়িয়ে নিয়ে আত্মসাৎকৃত গরুর পাল দেখে রাখালরা যেমন ধাবিত হয়, সেইরূপ দুই ভাই ধাবিত হলেন। গোপীদের যে অসুরের ছোঁয়া লাগেনি তাই ব্যঞ্জিত হল, 'তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া' পদে। জী°২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** দস্যুনা চৌরেণ গ্রস্তা আত্মসাৎ কর্তুং বিদ্রাব্য স্বদেশং প্রতিচালিতাঃ॥ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **যথা গা দস্যুনা গ্রস্তা**—আত্মস্যাৎ করার জন্য নিজদেশের দিকে **দস্যুনা**—চোরের দ্বারা তাড়িতা হয়ে **পরিচালিতা গা**—গোধন দেখে যেমন গোপসকল তাদিকে রক্ষার জন্য ধাবিত হয় সেইরূপ॥ বি°২৮॥

মা ভৈষ্টেত্যভয়ারাবৌ শালহস্তৌ তরস্বিনৌ।
আসেদতুস্তং তরসা ত্বরিতং গুহ্যকাধমম্ ॥ ২৯ ॥

স বীক্ষ্য তাবনুপ্রাপ্তৌ কালমৃত্যূ ইবোদ্বিজন্।
বিসৃজ্য স্ত্রীজনং মূঢ়ঃ প্রাদ্রবজ্জীবিতেচ্ছয়া ॥ ৩০ ॥

২৯। **অন্বয়ঃ** মা ভৈষ্ট ইতি অভয়রাবৌ শালহস্তৌ তরবিনৌ (অতি বেগবন্তৌ) বলিনৌ ত্বরিতং [যথা স্যাত্তথা] তং গুহ্যকাধমং আসেদতু নিকটে গতৌ।

৩০। **অন্বয়ঃ** মূঢ়ঃ সঃ কালমৃত্যুঃ ইব তৌ অনুপ্রাপ্তৌ (পশ্চাৎগতৌ) বীক্ষ্য উদ্বিজন্ (বিভ্যৎ সন্) জীবিতেচ্ছয়া স্ত্রীজনং বিসৃজ্য প্রাদ্রবৎ (বেগেন পলায়িতঃ)

২৯। **মূলানুবাদঃ** হে রমণীগণ! ভয় নেই, ভয় নেই' এরূপ অভয়বাণী বলতে বলতে শালবৃক্ষ হস্তে করে মহাবলী রামকৃষ্ণ যাতে তাড়িতাড়ি হয় সেইরূপ মহাবেগে গুহ্যকাধম শঙ্খচূড়ের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন।

৩০। **মূলানুবাদঃ** মূঢ় শঙ্খচূড় কালপ্রেরিত যমের ন্যায় শ্রীরাম প্রেরিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখে ভীত হয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করত ছুট দিল।

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** তরসা জবেন ত্বরিতং যথা স্যাত্তথা। যদ্বা, ত্বরাযুক্তং গুহ্যকাধমং আসেদতুর্নিকটে গতৌ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ তরসা**—মহাবেগে **তরসা**—যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেইভাবে। অথবা, ত্বরাযুক্ত গুহ্যক অধমের নিকটে **আসেদতু**—গিয়ে উপস্থিত হলেন। জী°২৯ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** কালঃ প্রেরকঃ মৃত্যুশ্চ, তৎপ্রের্য্যস্তাবিতি যথাক্রমমনুরূপো দৃষ্টান্তঃ। মূঢ়ঃ প্রদ্রবণেঽপি জীবনাসম্ভবাৎ স্ববধে স্বয়মেব প্রবৃত্তেশ্চ। যদ্বা, কৃত্যং কিমপ্যজানন্নিত্যর্থঃ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ কালমৃত্যু ইব**—কালরূপে রাম প্রেরক, আর মৃত্যুরূপ কৃষ্ণ প্রেরিত (এই অধমকে বধ কর, এরূপে রামের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেরিত) যথা ক্রমানুসারে কাল ও মৃত্যু রামকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত। **মূঢ়**—পলায়নেও জীবনের আশা নেই, তবুও শরনাগত না হয়ে দৌড়াচ্ছে। তার নিজ বধে নিজেই প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই মূঢ় শব্দের প্রয়োগ। অথবা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তাই এই শব্দের প্রয়োগ। জী°৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** স্ত্রিয়ো বিদ্রাবণ শ্রান্তাস্তৈরেব স্থিরীকৃতা আশ্বস্তে তস্থৌ। ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কালমৃত্যুঃ ইব**—যেমন কাল হল প্রেরক, আর মৃত্যু হল প্রেরণীয়। ঐরূপ শীঘ্র বধ কর, এইরূপে রামপ্রেরক। এই আমি একে বধ করছি, এইরূপে কৃষ্ণ প্রেরণীয়—কাল-মৃত্যুর মতো রামকৃষ্ণ দুজন। বি°৩০ ॥

তমন্বধাবদ্গোবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি।
জিহীর্ষুস্তচ্ছিরোরত্নং তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়ো বলঃ ॥ ৩১ ॥

অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তস্য দুরাত্মনঃ।
জহার মুষ্টিনৈবাঙ্গ সহচূড়ামণিং বিভুঃ ॥ ৩২ ॥

৩১। অন্বয়ঃ সঃ (শঙ্খচূড়ঃ) যত্র তত্র ধাবতি (তত্র তত্র) গোবিন্দঃ তচ্ছিরোরত্নম্ জিহীর্ষুঃ (হর্তুমিচ্ছুঃ সন্) তমন্বধাবৎ। বলঃ স্ত্রিয়ঃ রক্ষন্ [তত্র এব] তস্থৌ।

৩২। অন্বয়ঃ অঙ্গ (হে রাজন্) বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অবিদূর ইব (সমীপ এব) অভ্যেত্য (অভিমুখমাগত্য) সহ চূড়ামণিং (চূড়ামণি সহিতং) তস্য দুরাত্মনঃ শিরঃ মুষ্টিনা এব জহার।

৩১। মূলানুবাদঃ সেই শঙ্খচূড় যেদিকে যেদিকে দৌড়ে যাচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণও ঐ অসুরের জীবন-ভ্রমরা মাথার মণি ছিনিয়ে নেওয়ার ইচ্ছায় সেই দিকে সেই দিকেই দৌড়ে যাচ্ছিলেন, আর ওদিকে স্ত্রীগণকে রক্ষার জন্য সেখানেই তাঁদের নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকলেন বলরাম।

৩২। মূলানুবাদঃ হে রাজন্! অতিদূরে হলেও যেন নিকটে, এরূপে টক্ করে সম্মুখে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ একটি মুষ্ট্যাঘাতেই সেই লুটেরা শঙ্খচূড়ের শির লুটে নিলেন শিরোমণিসহ।

৩১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ নন্থ শালপ্রক্ষেপেণ দূরত এব তমধমং কিং ন হন্যাৎ? তত্রাহ—জহীর্ষুরিতি। মৃতস্য সতঃ স্পর্শাযোগ্যত্বেন তস্য জীবত এব রত্নগ্রহেচ্ছয়েত্যর্থঃ। শ্রীরামায় তদ্দানেচ্ছয়া তু তস্যৈব মুখ্যপ্রয়োজনতয়া নির্দ্দেশঃ। যদ্বা, তন্মণিসঙ্গপর্য্যন্তং তজ্জীবননিবন্ধাত্তজ্জিহীর্ষা॥

৩১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা দূর থেকে শালবৃক্ষ ছুড়ে মেরে কেননা ঐ অধমকে বধ করা হল? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে - জহীর্ষু ইতি। মৃত সতঃই স্পর্শ অযোগ্য, তাই সে বেঁচে থাকতেই রত্ন কেড়ে নেওয়ার ইচ্ছায় দূর থেকে বধ করলেন না। এই মণি কেড়ে নেওয়ার মুখ্য প্রয়োজন হল শ্রীবলরামকে মণি-দানের ইচ্ছা। অথবা ঐ মণি তাঁর দেহে থাকা পর্যন্ত তার মরণ নেই, উহা তার জীবন-ভ্রমরা, কাজেই আগেই উহা কেড়ে নেওয়ার ইচ্ছা। ॥ জী° ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ স্ত্রিয়ো বিদ্রাবণ শ্রান্তাস্তত্রৈব স্থিরীকৃত্য আশ্বাস্য তস্থৌ॥ ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বলঃ তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রীয়ঃ - ধাবন-শ্রান্তা স্ত্রীগণকে সেখানেই আশ্বাস দান করে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। বি° ৩১ ॥

৩২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ অবিদূর ইব অতিদূরেইপি কিঞ্চিদ্দূর ইবাভিমুখং গত্বা বেগেন পলায়মানস্য পৃষ্ঠে হননাযোগ্যত্বাৎ পলায়মানস্যাপি তস্য বধো যুক্ত ইত্যাহ—দুরাত্মনঃ দস্যো-রিত্যর্থঃ। মুষ্টিনৈব, ন তু শালেন, ন চোপায়ান্তরেণ তত্রাপি তেনৈকেনৈবেতি প্রয়াসাভাব উক্তঃ। যতো বিভুরীশ্বরঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র শির ইতি তৃতীয়ায়াশ্ছান্দসো লুক্। যদ্বা, শিরশ্চূড়ামণিঞ্চ সহ একদৈব জহার॥

শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্বরম্ ।
অগ্রজায়াদদৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাঞ্চ যোষিতাম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

৩৩। **অন্বয়** ঃ এবং শঙ্খচূড়ং নিহত্য ভাস্বরং (তেজোযুক্তং) মণিং আদায় যোষিতাং চ পশ্যন্তীনাং [সতীনাং] প্রীত্যা অগ্রজায় অদদৎ (দদৌ)।

৩৩। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে শঙ্খচূড়কে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ প্রদীপ্ত মণিটি আত্মস্থ করে বড় ভাই শ্রীবলদেবকে প্রীতির সহিত দান করলেন রমণীগণের চোখের সামনেই।

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অবিদূর ইব। —অতিদূরে থাকলেও এমন ভাবে টক্ করে সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন যেন এই নিকট থেকেই গেলেন। সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবার কারণ হল, পলায়মান জনকে পেছন থেকে হত্যা করা অনুচিত। **দুরাত্মনঃ**—লুটেরা, পলায়মান জন যদি লুটেরা হয়, তবে তাকে বধ করা যুক্তিযুক্ত, এই পদটির ইহাই ধ্বনি। **মুষ্টীনৈব**—মুষ্টির আঘাতেই (লুটে নিলেন) – না শালবৃক্ষের, না অন্য কিছু উপায়ে। তার মধ্যেও আবার একটি মুষ্ট্যাঘাতেই প্রয়াসের অভাব উক্ত হল, যেহেতু তিনি **বিভুঃ**—ঈশ্বর। [স্বামিপাদ - শির শুদ্ধ চূড়ামণি তুলে নিয়ে এলেন।] অথবা শির ও চূড়ামণি **সহ**—এক সঙ্গেই তুলে নিয়ে এলেন। জী°৩২॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অতিদূরেঽপি তত্র অবিদূর ইবাভ্যেত্যেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **অবিদূর ইব**—অতিদূরে হলেও যেন নিকটে এরূপে টক্ করে সম্মুখে গিয়ে মুষ্টিদ্বারা ইত্যাদি। বি°৩২ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ নিতরাং হত্বেতি নি-শব্দঃ সূক্ষ্ম শরীরস্যাপি নাশাৎ। পশ্যন্তীনামিতি সর্ব্বাসামাত্মনি সৌভাগ্যাতিশয়াভিমানাৎ। তথাপি তা অনাদৃত্য অগ্রজায় অদাদিতি সর্ব্বাসাং মাৎসর্য্যাভাবায় তস্য মান্যত্বাৎ কৃতরক্ষত্বাচ্চ, প্রত্যুত সন্তোষায়ৈব স্যাদিত্যভিপ্রেত্যেতি ভাবঃ। প্রীত্যেতি -তৎপালকে তস্মিন্ প্রীত্যতিশয়োদয়োঽয়ং সর্ব্বাস্বেব তাসু পর্য্যবস্যতীতিয়ং ভাবঃ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **নিহত্য** – একান্তভাবে হত্যা করলেন, এখানে 'নি' শব্দ সূক্ষ্ম শরীরেরও নাশ বুঝাচ্ছে। **পশ্যন্তীনাম্ ইতি** নিরীক্ষ্যমান স্ত্রীদের সকলেরই অভিমান 'আমি সকলের চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবতী'—আমাকেই মণিটি দিবেন - তথাপি তাঁদের অনাদর করে কৃষ্ণ বড় ভাই বলরামকেই মণিটি দিলেন। ইহা তাঁদের সকলের মাৎসর্যের কারণ না হোক, বলদেবের প্রতি সকলেরই মান্যতা-বুদ্ধি ও রক্ষক-বুদ্ধি থাকা হেতু, পরন্তু তাঁদের সকলেরই মনের সন্তোষেরই

কারণ হোক—এই অভিপ্রায়ে মণি বলদেবকেই দিলেন, এরূপ ভাব। **প্রীত্যা ইতি**—প্রীতির সহিত দিলেন, কারণ এই গোপীদের পালক বলরামের প্রতি তাঁর এই যে অতিশয় প্রীতির উদয়, তা শেষ পর্যন্ত এই গোপীদের সকলের প্রতিই পর্যবসান প্রাপ্ত হবে, এরূপ ভাব ॥ জী°৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পশ্যন্তীনামিতি। মহ্যমেবাতি সুভগায়ৈ দাস্যতি মহ্যমেবাত্যাদর-নীয়ায়ৈ দাস্যতীত্যেবং প্রত্যেকমুৎসুকানাং তাসাং মদমৎসরানুদ্গমার্থং কস্যৈচিদপ্যদত্ত্বা রামায়াদাৎ স চ মহাবিজ্ঞঃ কৃষ্ণাভীপ্সিতস্থল এবং তং মণিং ন্যাধাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩২ ॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পশ্যন্তীনামিতি**— দেখতে থাকা রমণীগণের মধ্যে কেউ ভাবতে লাগল অতি সৌভাগ্যবতী আমাকেই মণিটি দিবে, অন্য কেউ ভাবতে লাগল অতি আদরণীয় আমাকেই দিবে—প্রত্যেকেই যখন এরূপ উৎসুক হয়ে উঠেছে তখন নিজের প্রতি মৎসরতার উদয় নিষেধার্থে তাঁদের কাউকেই না দিয়ে মণিটি বলদেবকে দিলেন কৃষ্ণ—পরে কিন্তু মহাবিজ্ঞ বলদেব কৃষ্ণের অভীষ্টস্থল রাধাকেই মণিটি দিয়ে দিলেন। বি°৩৩॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণি কৃত দশমে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।